

শ্রী কীর্ত্তী

সহায়।

দুঃখ

সাহিত্যে যাঁহে

জীবন-সামিনী !

অর্থাৎ

স্বরস কাব্য।

জিরাট সন্নিক্ত বলাগড়ি নিবাসী

শ্রীকালীকুমার বন্দোপাধ্যায়

দ্বারা রচিত।

যোজনগঙ্গা প্রভৃতি গ্রন্থকার

কবিবর

শ্রীযুক্ত বাবু বনমারি লাল রায় দ্বারা

সংশোধিত হইয়া

ইদানীং

শ্রীদিননাথ দাসের

কলিকাতা

কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দঃ ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল

দুঃখ





এই কাব্য প্রচলিত সুন্দরিত সুরল সাধুভাষায়
 রচিত হইল ইহার ভাব লালিত্য যে কতদূর প
 র্যাপ্ত সুমধুর তাহা গুণগ্রাহক গ্রাহক মহোদয়গণ
 পাঠ করিলে জ্ঞাত হইতে পারিবেন কলে ইহা
 যে সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে এমন বলিতে পারিমা
 তবে এই মাত্র ভরসা যে ইহার কোন স্থানে প
 দেয় ব্যভিচার দোষ রাখা হয় নাই যতদূর প
 র্যাপ্ত সাবধানতা ও যত্নবান হইতে হয় তাহাতে
 ত্রুটি হয় নাই বর্তমান সময়ে যে সকল পুস্তক
 প্রকাশ আছে তন্মধ্যে প্রায় অধিকাংশই লেখ
 কদিগের রচনা দোষ প্রযুক্ত প্রকাশ্য বারবিল
 সিনীর ন্যায় গণ্য হওয়াতে ধীর বৃন্দেয় নয়না
 নন্দদায়িনী ও মনোরঞ্জনী হয় নাই সুতরাং সহ
 সা কেহ যদি কোন গ্রন্থ মুদ্রাস্থিত করণে যত্নশী
 ল হইলেন তদ্বারা বুদ্ধমণ্ডলির নিকট কেবল পরি
 হাস ভাজন হইলেন কিন্তু প্রাধান্য পূর্বক দৃষ্টি ক
 রিলে সত্যক প্রতীতি হইতে পারে যে তত্ত্বলেখ
 কদিগের রচনা অগ্নি প্রধান কারণ।

অন্যান্য রসাপেক্ষা শূঙ্গার রস যেরূপ মনোহর
 ইহা সর্ব জাতীয় মতেই সহিত এক প্রকার বিল
 ক্ষণ একাত্ম দৃষ্ট হইতেছে ইংরাজি ভাষায় শূঙ্গা
 র রস ঘটিত যে যে পুস্তক প্রচলিত আছে তাহা

সুদৃ পুঙ্খন ভাবে থাকায় অত্যন্ত সুমধুর ও সুশ্রাব্য হইয়াছে লেখকগণ যদিপি যথার্থ ভাবে লেখনী সঞ্চালন করেন তাহা হইলে আর কোন আক্ষেপের বিষয় থাকে না তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে যে স্থলে যে শব্দের পুরো গাবশ্যক তাহা পরিত্যাগ করিলে পদ্য রচনা কর কোন ক্রমে লালিত্য রস থাকে ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ যোগ করিলে কখন সুশ্রাব্য ও উত্তম হইতে পারে না অতএব যে স্থলে যে শব্দের পুরোগাবশ্যক তাহা এই গ্রন্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাং জিরাট বলাগড়ি

নির্ঘণ্ট।

রাজবর্ণন	১
তারাবতী কর্তৃক ভগবতী আরাধনা	২
তারাবতীর পুত্র বর পুত্র	৩
রাজরাণীর পুত্র পুত্র	৪
জীবনের বিবাহ জন্য রাজার উদ্যোগ	৬
জীবনের বন্ধুগণের সহিত কথোপকথন	৭
ভাটগণের ভপতির নিকট আগমন এবং রাজগণ নিন্দা	৯
রাজপুত্রের স্বপ্ন দর্শন ও খেদ ...	১১
জীবনের রমণী অন্বেষণে গমন এবং শুক সারীর সহিত সাক্ষাৎ	১৩
শুক কর্তৃক যামিনীর সম্মান পুত্র	১৮
শুক যামিনীর নিকট গিয়া জীবনের কথা উপস্থিত করে	১৯
যামিনীর খেদ	২৬
রাণীর নিকটে সহচরীগণের নিবেদন	২৮
রাজার নিকট রাণীর গমন	৩০
রাজবৈদ্যের রোগ নিরূপণে অসাধ্য	৩১
অন্যান্য বৈদ্য যামিনীর রোগে পরাস্ত হইয়া কারাগারে বদ্ধ হয়	৩৩
জীবনেরচন্দ্রে আগমন.	৩৫
জীবনের রাজার নিকটে গমন	৩৮
যামিনীর বাসে জীবনের আগমন	৪১
সখীকর্তৃক জীবনের পরিচয় জিজ্ঞাসা	৪৩
সখীগণ যামিনীকে বৈদ্যের নিকটে আনিয়ন করে	৪৭

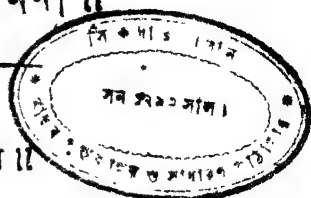
জীবন যামিনীর পর পর কথোপকথন এবং উপায় হির	৫০
জীবনের রাজার নিকট গমন ও যামিনীকে পাশোদ্যানে আনার	৫৩
পাশোদ্যান বর্ণন	৫৫
জীবন যামিনীর পাশোদ্যানে গমন এবং বিবাহ	৫৮
জীবন যামিনীর উদ্যান ভ্রমণ এবং বিদ্যান	৬০
জীবনের রাজার সহিত মৃগয়ার গমন	৬৩
যামিনীর খেদ	৬৫
রাজার স্বদেশে আগমন	৬৯
রাণী কর্তৃক নৃপালস্থানে যামিনীর বিবাহ পুত্রক এবং হির আনার পরামর্শ	৭৩
জীবন যামিনী উভয়ের পলায়ন	৭৫
জীবনের বারি অনুেষণে গমন	৭৮
ধনাঢ্য রাজা কর্তৃক যামিনী হরণ	৭৯
যামিনীর খেদ	৮৩
ধনাঢ্য রাজা যামিনীকে পুত্রোদয়ে	৮৫
জীবনের যামিনী অদর্শনে খেদ	৮৬
জীবনের দ্বিতীয়বার খেদ	৮৮
সেখীগণ কর্তৃক রাণীর নিকট যামিনীর পলায়ন সংবাদঃ	৯১
রাজার যামিনী অনুেষণে সৈন্য পেরণ	৯৩

অশ্বারোহি কর্তৃক রাজার যামিনী হরণ বৃত্তান্ত	
শবণ এবং জীবনের পুতি ক্রোধ পরিত্যাগ	২৩
জীবনের হ্রসবেশে পুকাশ	২৬
রাজার রাণীর নিকট গমন ও জীবন যামিনীর	
বিবাহ	২৮
জীবনের যামিনী সহ স্বস্তদশে গমন	২৯

মঙ্গলাচরণ।

জয় জয় নিরঞ্জন, পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন,
তব ভয় বিনাশন কারী।
শুগাভীত শুননয়, দয়ানয় জ্যোতিময়,
পুনব আকার রূপ ধারী।
জয় জয় ভূতনাথ, অখিল জনেরি তাত,
দীননাথ জগত্ কারণ।
জয় জয় নারায়ণ, পরম আরাধ্য ধন,
নিরাকার নিখিল রঞ্জন॥
জয় জয় তমোহর, হৃদয়ের তমোহর,
বিভাকর বিভাকর দান।
জয় জয় সরাৎসার, সকলেরি মূলধার,
নিরাধার নিত্য ভগবান॥
জয় জয় রূপাকর, দীন হীনে রূপাকর,
কাটি দেহ মায়া মোহজাল।
কত আর এই রূপে, মগ্ন রব ভ্রমকূপে,
অসিতেছে সে ধীবর কাল॥
ভুগি বিভূজ্ঞানাজন, দেহ মোরে জ্ঞানাজন,
সৎ পথ করি দরশন।
পদার্থ বিচার করি, ওহে হরি কাল হরি,
পরি হরি বিষয় কানন॥

जैरु यागिनी ॥



জীবর্গন ।

কল্যাণী নগরের বাস, যশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

মহারাজ তেজস্বী রায় ।

প্রতাপে রাবণ সন্ম, কিবা বল পরাক্রম,

উপমা নাহিক এধরায় ।

यूक्तेवीर वृक्तेधीर, जीमानाहि सुखातिर,

অবনীন্দ্র প্রিয়পাল রাই ।

શ્રીરામ જમાન જીવ, નાનાજીવ સુનિર્માન,

দানে দাতা কর্তৃসেন প্রায় ॥

ধনে ধনাগার পুণ্ড্র, প্রজা পুণ্ড্র নহে কল্ল,

রাজ্যে নাহি দঃখের সঞ্চার।

মর্যাদা আনন্দ ময়, দেশে ছেবু নাহিরায়,

প্রতি গৃহে আনন্দ অপার।

রাণী পূণ্যশীলা অতি, নাম ধরে তারাবতী,

সাবিত্রী সমান গুণ তার ।

রূপ জিনি কামনারী, কিবা গুণ বলি হারি;

রূপে শুনে অতি চমৎকার ।

কিন্তু কন্যা পুত্র বিনে, নহে সুখী নিশ্চিদিনে,

সুখ যেন শীল সম বাজে ।

যে ঘরে সন্তান নাই, তথা মুখ নাহি পাই,

ভাগ্য হীন ধরণীর মাজে ॥

(क)

五

নৃপতির নাহি সুখ, সর্বদা বিদরে বুক,
 পুত্র বিনা ভেবে শীর্ণ কান্না ॥
 অসার ভাবিয়ে রাজ্য, মনেতে করিঁয়া ধ্যান,
 কাননে ভ্রুটিতে সাধনার ॥
 রাণীয়ে ডাকিয়া বলে, ভাসিয়া নরন জন্মে,
 ছার বাসে কিবা প্রয়োজন !
 মনন করেছি আমি, হইব কানন গামি,
 পরমেশে করিব সাধন ॥
 পতির বখিরা মন, সতী বিনাইয়ে কন,
 ইকি নাথ নিষাত বচন !
 গৃহেতে রহিব আমি, কাননে যাইবে স্বামী,
 সতী কি ছাড়েহে পতিধন ॥
 ধৈর্যধর নরপতি, আরাধিব হৈমবতী,
 বংশধর করিয়ে কাগনা !
 শুনেছি সে নাম কলে, দুঃখ খণ্ডে কল কলে,
 কলদাত্রী তারা ত্রিনয়না ॥
 তারাবতী কর্তৃক ভগবতী আরাধনা !
 রাজাকে সান্ত্বনা করি রাণী তারাবতী !
 যদু মধুস্বরে কহে প্রিয় দাসী প্রতি ॥
 নদা মন উচাটন পুঞ্জের লাগিয়া !
 এদেহ ত্যজিব আমি তারা আরাধিয়া ॥
 মন সাধে ভক্তি যোগে পূজিব উমারে !
 শীঘ্র আয়াজন করি দেহগো আমারে ॥
 আউমাত্র আয়াজন দাসী করে দিল !
 তারা আরাধিতে তারা পূজায় বসিল ॥
 আরক্ত চন্দন জপা লয়ে সযতনে !

আনন্দে আনন্দময়ী পোজে হৃষ্টমনে ।
 আমি অতি অভাগিনী ভজন কি জানি ।
 বিশেষ অবলা জাতী ওগো ভবরাণী ॥
 ত্রুহিশিব মনোরমা অশিব নাশিনী ।
 দূরন্ত নিশুভ শুভ বিনাশ কারিণী ॥
 জগত ঈশ্বরী ত্রয়ী মোক্ষ পুদায়িনী ।
 ঘোর রূপা মহামায়া ঘঘর নাদিনী ॥
 শবাসনা ত্রিনয়না ত্রিশল ধারিণী ।
 সুর রিপু বিনাশিনী ঐভয় দায়িনী ॥
 কাল কাণ্ডা কাল রূপা কপাল মালিনী ।
 কৌমারী কামদা কালী ত্রিপান্ত কারিণী ॥

অউ অউ ঘোর ঘউ মৃদু হাস হাসিকে ।
 লউ পউ কেশজাল কিবে শোভা ধারিকে ॥
 বিশ্বজয়ি রূপাময়ি গিরি রাজ বালিকে ।
 চণ্ড মুণ্ড নিপাতিনি রক্তদন্তি কালিকে ॥
 স্থলোলিত নৃত্য গীত হর মনো হারিকে ।
 সত্ত্ব রজ তমগুণে ত্রিভুবন পালিকে ॥
 হর দুঃখ হর জায়া নাহি সহে যন্ত্রণা ।
 দয়া করি নিষ্কর অধীনীর কামনা ॥
 তারাবতীর পুত্র বর পাণ্ড ।
 এই রূপে পুতি দিন রূহে শ্রদ্ধমতী ।
 তারা আরাধনা করে সতী তাহারতী ॥
 ভক্তের অধীনা হন ভকত বৎসনা ।
 তারার তপের বলে হলেন চঞ্চল ॥
 নন্দন হইয়ে দেবী হাসিতে হাসিতে ।
 করি অরি আরোহিয়ে এলেন মহীতে ॥

কহিছেন মহামায়া অদেখা হইয়া ।
 মনোমত বর লহ ওগো তারা পুয়া ॥
 তোমার তপের বলে নারিনু রহিতে ।
 বরদান হেতু আমি এলেম মহীতে ॥
 শুনি সতী তারাবতী তারার বচন ।
 পেয়ে গদ গদ চিত্ত লুণ্ঠমানা হন ॥
 লক্ষ্যতরে বিনয়েতে কহিতে লাগিল ।
 এত দিনে অধিনীরে স্মরণ হইল ॥
 আমি কি মা বর লব দেহ গো আপনি ।
 অন্তর জানিনী তুমি জানত জননী ॥
 বুঝিয়ে তারার মন কহেন অভয়া ।
 হইবে লীষু পুঞ্জবতী করিলাম দয়া ॥
 ধনে মানে গুণে স্মৃত উত্তম হইবে ।
 নিজ বাহুবলে রাজ্য হরিষে পালিবে ॥
 বর দিয়া বরদা হলেন অন্তর্দয়ান ।
 বর পেয়ে তারাবতী পতি পাশে যান ॥

রাজরানীর পুঞ্জ পাণ্ডি ।
 রাণী হুঁচী হসে বরে, কহে গিয়া নৃপবরে,
 শুনিরে ভূপতি পুলোকিত ।
 মঞ্জল বিধান তরে, দীন জনে দান করে,
 যোগ যজ্ঞ করে মনোমত ॥
 ভাগ্যকৈ খণ্ডন করে, পারে বরদার বরে,
 গর্তবতী হইল তারাবতী ।
 গর্তের লক্ষণ যত; সব হল সমাগত,
 দেখিরাঁজা পুলোকিত অতি ॥

চলিতে সকতি নাই, দোহাইনা মানে হাই;

রুশাকী কম্পিতা অঙ্গতরে ।

ভতলে অঞ্চল পাতি, নিদ্রা যায় দিবারাতি,

মৃত্তিকা ভক্ষণ সুখে করে ॥

ফলাচারি কন্ম যাহা, সমাধা করিল তাহা,

মিলে যত ফলাফলা সব ।

জ্ঞাতি বন্ধু করি সাধ, রাণীরে খাওয়ায় সাধ,

দিন দিন নব মহোৎসব ॥

পূৰ্ণ হল দশমাস, শুভদিন সুপ্রকাশ,

প্রসব বেদনা পায় রাণী ।

নারীগণ হর্ষ যুত, ভুমিষ্ঠ হইল সুত,

অপরূপ সেরূপ বাথানি ॥

যেন নব শশোধর, উদয় ধরণী পর,

মরি মরি কিবা মুখ ছাঁদ ।

রূপে গৃহে আলোকরে, সুবকুল জজ্ঞার মরে,

রতিপতি গণে পরমাদ ॥

প্রসব যাতনা যত, লিখিয়ে জানাব কত,

রাণী রহে হরে অচেতন ।

কিছু ক্ষণ পরে তার, জ্ঞানোদয় পুনর্বার,

নারীগণ করে নিবেদন ॥

ওগোরাণী কিবাকর, ধরধর বংশধর,

শশধর ধরায় উদয় ।

কিরে দেখ বিধুমুখী, এখনি হইবে সুখী,

যাতনা ঘুচিবে সুনিশ্চয় ॥

হেরিয়ে সুতের মুখ, রাণী পানরিল দুখ,

আজ্ঞাদে বচন নাহি মরে ।

ক্রোড়ে করি সুদুয়ার, হেরে রাণী অনিবার,
নেত্র নীরে ভাসে সুখ ভরে ॥

যত সহচরীগণে, অতি পুলোকিত মনে,
নৃপবরে সুসংবাদ দিল ।

সখী মুখে শুনি বাণী, পুলোকিত দণ্ডপাণি,
নিজ হার সিরপা করিল ॥

দীনে করে বিতরণ, যেন বারি বরিষণ,
ঘনগণ ঘন ঘন করে ।

সকলে সন্তুষ্ট হয়ে, মনোমত ধন লয়ে,
আশীর্বাদ করে উচ্চৈঃস্বরে ॥

বাজিছে বাজনা কত, নহবত শত শত,
তুরী ভেরী কাড়া ঢোল কাঁসি ।

মধুর সানাই রবে, গৃহে আর কেবা রবে,
বাজিতেছে সুমধুর বাঁশি ॥

নাচিছে নর্তকী গণ, রূপে মুগ্ধ ত্রিভুবন,
হাব ভাব ভঞ্জি চমৎকার ।

এই রূপে নৃপবর, লয়ে বঙ্কু মহোদর,
নিমগ্ন হরিষে অনিবার ॥

জীবনের বিবাহ জন্য রাজার উদ্যোগ !
শশি কলঃমত নৃপসুত বৃদ্ধি হন ।

জ্যোতিষে রাখিল নাম গণিয়ে জীবন ॥

নানা শাস্ত্রে বিশারদ হইল দ্রমার ।

ধন্য ধন্য করে লোকবুদ্ধিতে তাহার ॥

সমবয় সখা সঙ্গে রঞ্জে কাল হরে ।

দিবা নিশি নানা শাস্ত্র আলোচনা করে ॥

কভুবা উদ্যানে রয় কভু নীল্যে বাস ।

নানা স্থানে সুখে ভ্রমি করয়ে বিলাস ॥
 এই রূপে নৃপসুত সুখে কাল হরে ।
 ক্রমে ক্রমে উত্তরিল ষোড়শ বৎসরে ॥
 এক দিন তারাবতী ভপতিরে কয় ।
 প্রাণনাথ ভাস্ত্র কেন হলে অতিশয় ॥
 জীবন যৌবন তরু করেছে ধারণ ।
 কি যুক্তি করেছ তার বিয়ের কারণ ॥
 জীবনের বিভা দিতে সাধ নাহিমনে ।
 পুত্রবধু মুখ কবে দেখিবে নয়নে ॥
 কত কাল আর ভবে ধরিব জীবন ।
 শুভ কর্মে বিলম্বের কিবা প্রয়োজন ॥
 রাণীর বচনে রায় হাস্য করি কয় ।
 এ আর ছিলনা মনে হইবে তনয় ॥
 হেরিলেন ভগবতী করুণা নয়নে ।
 তোমার ব্রতের ফলে পেয়েছি জীবনে ॥
 আমার কি সাধ নাই বিভাদিতে তার ।
 সেদিন হইবে যবে লিপি বিধাতার ॥
 এখনি আনাব ডাকি ষত ভাটগণ ।
 সর্ব দেশে সকলেরে করিব প্রেরণ ॥
 এতবলি মহীপাল পলকে পুরিল ।
 বাহির দেয়ানে আসি সুখে বার দিল ॥
 বলিলেন মন্ত্রিবরে কথা সবিশেষ ।
 ভাটগণে ডাকি বারে করিল আদেশ ॥
 আজ্ঞা মাত্র ভাটগণ হাজির হইল ।
 আহ্লাদে অবনী পতি কহিতে লাগিল ॥
 জন্মারের বিভা দিব বাসন। অন্তরে ।

কন্যা অন্বেষণ কর নগরে নগরে ॥

যেমন জীবন মোর কাঞ্চন সুরতি ।

তাহার সদৃশ কন্যা হবে রূপবতী ॥

রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি হরিষ অন্তরে ।

কন্যা অন্বেষণ করে দেশ দেশান্তরে ॥

জীবনের বন্ধু গণের সহিত কথোপকথন ।

জীবনের বন্ধু গণ শুনি সমাচার ।

জীবনে কহিছে গিয়ে আনন্দ অপায় ॥

একি শুনি সখা আজি ভূপতি সভায় ।

তব বিভা হেতু ভাট পাঠালেন রায় ॥

এতদিনে প্রজাপতি বুঝি মানুহল ।

কুটাইল সুখময় বিবাহের ফল ॥

বিবাহ করিবে আগে শিখ রঞ্জরস ।

বাসরে ঠকিলে হবে বড় অপযশ ॥

রমণী সমাজে হলে অবনত শির ।

লজ্জায় পড়িবে তবে শুন ওহে ধীর ॥

জীবন কহিছে ওহে শুন বন্ধু গণ ।

আমারে কথায় জেনে সে নারী কেমন ॥

কিন্তু এক পণ আছে শুন প্রিয়গণ ।

বিবাহ করিতে রত নাহি হয় মন ॥

রমণী রমণে বল বিবা সুখবোধ ।

যে করে অহ্লাদ জ্ঞান সে বড় অবোধ ॥

রমণী সরল নহে খল পুরুষশ ।

অন্তরে গরল রাশি সুধু মুখে রস ॥

এত শুনি সখাগণ কহে হাস্য করি ।

প্রবল হরঙ্গ দেখে কে ডুবায় তরী ॥

জীবন যামিনী ॥

৯

জগতের এই রীতি তোমারিতে নয় ।
 কি দিয়ে প্রবোধ দিবে রাজার হৃদয় ॥
 শুনিযে সখার বাণী কহিছে ভ্রমার ।
 না করিও উপহাস বচনে আমার ॥
 পিতা যদি দুঃখী হন না করিলে বিয়া ।
 তবে সে করিব কিন্তু স্বচক্ষে দেখিয়া ॥
 তুমি গিয়ে বল অগ্রে পিতার নিকটে ।
 আমি যে বলেছি যেন এ কথা নারটে ॥
 ভাল বলি বন্ধু গণতায় সায় দিল ।
 ভূপতির নিকটেতে হরিষে চলিল ॥
 কথার কথার কত কথার কৌশলে ।
 জীবনের অভিনাষ বলে অতি ছলে ॥
 রাজা কন ভাল ভাল পুত্রের যে পণ ।
 সেই রূপ হবে কার্য্য চিন্তা কি কারণ ॥

ভাট গণের ভূপতির নিকট আগমন

এবং রাজগণ নিন্দা ।

কত দেশ দেশান্তরে কন্যা অন্বেষিয়ে ।
 আইল সে ভাটগণ প্রকুল হইয়ে ॥
 একজন কহিতেছে করিয়ে বিনয় ।
 পেয়েছি উত্তম কন্যা শুন সদাশয় ॥
 নৈবেধ নগর পতি গুণ নিম্নুরায় ।
 . নাস্তদান্ত ক্ষমাবন্ত বিখ্যাত ধরায় ॥
 . দ্বলেশীলে ধনেমানে সর্বশ্রেষ্ঠ ধীর ।
 শ্রীরাম সমান রাজা শ্রিয় পৃথিবীর ।
 তাহার তময়া এক বড় রূপবতী ।

(খ)

রূপে গুণে অনুভব লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
 আর জন বলে কেন কর জ্ঞানাতন ।
 নৈষে রাজার জানি পূর্য বিবরণ ॥
 কহিতে সে সব কথা ঘোর লাজে মরি ।
 দ্রুপা তাহার কন্যা নহেত সুন্দরী ॥
 আমি যে দেখেছি কন্যা শুন মহারাজ ।
 হেরিলে সে রূপবতী রতি পার লাজ ।
 অযোধ্যা নগরে রাজা ভীমরথ নান ।
 ধনে মানে কুলে শীলে গুণে গুণধাম ॥
 তাহার তনয়। সেই কহিলাম মার ।
 ভালুই জানেন তিনি আহাৰ বাভার ॥
 আর জন বলে কেন মিছে জাঁক কর ।
 সূর্য্যবংশে জন্ম বটে বলনা আকর ॥
 পূর্য পুরুষের তার কথা শুন বলি ।
 বিধবার গর্ভে পুত্র লজ্জানলে জ্বলি ॥
 এতশুনি পূর্যজন্ম পুনর্বার কর ।
 মুনির বচন ছিল দোষ কিবা হয় ॥
 ভগীরথ জনমিয়া মনিবর বরে ।
 কি কীর্তি রাখিল দেখ ভুবন ভিতরে ॥
 এই রূপে পরস্পর করয়ে কোন্দল ।
 ভূপতি হাসিয়া কন শুনহে সকল ॥
 মিছামিছিকথার মেলানি কিবা কার্য্য ।
 জীবন নিকটে যাহ তবে হবে ধার্য্য ॥
 করেছেন পণ তিনি শুন বিবরিয়া ।
 স্বচক্ষে দেখিয়া পুত্র করিবেক বিয়া ॥
 এত শুনি ভটপণ দস্তোব অস্তরে ।

জানাইল সমাচর জীবন গোচরে ॥

জীবনে সংবাদ করি হইল বিদায় ।

চিন্তাঙ্গল নব ভূপা কি করি উপায় ॥

রাজপুত্রের স্বপ্ন দর্শন ও খেদ ।

ভাট মুখে শুনিবে কন্যার সমাচার ।

কিরূপে কোথায় যাই ভাবিছে দ্রমার ॥

কিরূপে জনক স্থানে লইব বিদায় ।

দুই মতে উপস্থিত হলো ঘোর দায় ॥

দিবানিশি ভাবে রায় উন্মাদের প্রায় ।

অদ্রুত স্বপ্ন এক দৈখিছে নিদ্রায় ॥

যেন এক রূপবতী জিনি সৌদামিনী ।

হাব ভাবে জিনিয়াছে কামের কামিনী ॥

কাছে আসি হাসি হাসি রূপসী রতন ।

বিনিময় করিহার করিল গমন ॥

নানা মতে মন চুরি করিয়া যুবতী ।

হাস্য করি পানাইল আপন বসতি ॥

যুচিল নিদ্রার ঘোর উঠিল জীবন ।

বামা আশে চতুর্দিগ করে নিরীক্ষণ ॥

না হেরিয়ে শূন্য ময় হেরিছে অমনি ।

এসে ছিল এই ছিল কোথা গেল ধনী ॥

কোথা সে সরল ভাব কোথা বা সে হার ।

কোথা বা সে পরিহাস কোথা সে বিহার ॥

কোথা আমি কোথা ধনী নাহি নিদুর্গনা ।

কিরূপে কিধন দিলে বুঝাইব মন ॥

তার সমা নিরূপনা খুজে মেলা তার ।

ভুবন মোহিনী বিনে ভুবন অধার ॥

মরি মরি কিবা করি বিনে আলাপন ।
 স্বপনে নিধন বুঝি হইল জীবন ॥
 বিনে প্রাণ মন প্রাণ মিছে রাখি জীয়ে ।
 মনান্তরে নিরবধি দহিতেছে হিয়ে ॥
 হায় প্রিয়ে কোথা প্রিয়ে ডাকিছে জীবন ।
 মনস্কমে অনিবার বহিছে জীবন ॥
 আপনার অঙ্গে নিন্দা করিছে হুমার ।
 ওরে অঙ্গ কেন সঙ্গ করিলি তাহার ॥
 ওরে আঁখি খিক তোর ছিলিতো প্রহরি ।
 নারী বেশে চোর এসে মন নিল হরি ॥
 ওরে ভুজ কেন তারে করিলি ধারণ ।
 ওরে মন কেন তোর হেন হল মন ॥
 তার লাগি হৃদয়েতে যে যাতনা পাই ।
 সমচিত কল দিই পোলে ছাড়ি নাই ॥
 বিধি যদি পাখা দেন উড়ে যাই সেথা ।
 প্রেম ডোরে ধঁধে চোরে ধরে আনি হেথা ॥
 হৃদি কারাগারে বন্ধ করিয়ে সে ধন ।
 কণী হয়ে লই তার দংশিয়ে বদন ॥
 ভজ পাশে মনোমানে করিয়ে বন্ধন ।
 নিতম্বের দাপে করি উত্তম শাসন ॥
 বাক্যবাণে দিবা নিশি করিয়ে পহার ।
 দিবাঅন্ধে নিশিযোগে করাই আহার ॥
 আর অধরু বাহা আছে মনে অতিশয় ।
 প্রকাশ করিব তাহা পোলে স্বসময় ॥
 এসব সম্পদে মোর কিবা প্রয়োজন ।
 সক্রল অসুখাকার বিনে সে রতন ॥

জীবনের রমণী অন্বেষণে গমন এবং শুক
সারীর সহিত সাক্ষাৎ ।

জীবন হয়ে অসুখী, ডাকে কোথা বিশ্বমুখী,
বহিতেছে দুনয়নে বারি ।

বিচ্ছেদে দহিছে কার; পূণ মন যায় যার;
বিনে সেই মন চোরা নারী ॥

পরস্পর এই কয়, সাধনেতে সিদ্ধি হয়,
তবে এবে চেষ্টা দেখা চাই ।

জীবন করিয়া পণ, করে তার অন্বেষণ,
দেখা ভাল পাই কিনা পাই ॥

সিদ্ধ যদি হয় শ্রম, শ্রমে তবৈ নাহি ভ্রম,
যত্নের অসাধ্য কিছু নাই ।

এতভাবি মনেধীর, শেষেতে করিল স্থির,
গোপনে গমন করা চাই ॥

অপ্পেতে অধিক হয়, এই নত দন লয়,
পরে সাজ জড়োয়া জড়িত ।

রকম রকম সাজ, কিছু নিল যুবরাজ,
যখন যেমন সেই রীত ॥

নিশি অবসান হয়, হয় শালা থেকে হয়;
মনমত বাছি এক নিল ।

শ্রীদুর্গা স্মরণ করি, আরোহিয়ে তদপরি,
কত দেশ-পাশ্চাৎ করিল ॥

যে দিগেতে মন হয়, সে দিগে ছোঁটায় হয়,
পাড়িলেন নিবিড় কাননে ।

ভল্লুক গাণ্ডার কত, ডাকিতেছে অবিরত;
হেরে অতি শঙ্ক। হয় মনে ॥

আকাশ ভাবিয়ে মনে, ভুঁমিছেন বনে বনে,
নাহি পায় দিগ নিদর্শন ।

ভাবে এবেকিবা করি, নারীনাগি পুণেমরি,
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন ॥

ক্রমে দিবা হল গত, সন্ধ্যা হল আগত,
দেখিয়া ভরেতে কাঁপে মন ।

এষোর রজনী কালে, বুঝি নিদারুণ কালে,
দিন পেয়ে করিল ধারণ ॥

ভাবে মনে মনে রায়, উপায় নাহিক পায়,
কোন মতে নাপায় সন্ধান ॥

ভরে ধিরি ধিরি যান, এদিগ ওদিগ চান,
বৃক্ষ এক দেখি বারে পান ।

কি করি কোথায় যাই, কোথা সন্ধ্যা কাটাই,
দুর্গমেতে না দেখি নিস্তার ।

ঘোড়া রাখি তার তলে; উঠিলেন নিজ বলে;
বৃক্ষোপরি নৃপতি হুমার ॥

একে ঘন স্থির নয়, তাহে চিন্তা অতিশয়,
নিদ্রা কিনে হইবে তাহার ।

আই টাই করে প্রাণ, নাহি দেখি পরিভ্রাণ;
বারি বহে নেত্রে অনিবার ॥

দৈবের নিরীক্ষা যাহ, কেথণ্ডাতে পারে তাহা,
দেখ কিবা অন্তত ঘটন ।

উঠিতেছে বৃক্ষোপর, কাল সম অজাগর,
ভয়ানক বদন ব্যাদন ॥

দেখিয়া জীবন রায়, অশ্রুজলে তানৈকায়;
বলে পুংসে এস এসময় ।

শরুটে পড়িয়ে পান, গেল আজি নাহি ত্রাণ,

ফণী মখে কিসে রক্ষা হয় ॥

মনে যেন জ্ঞান করি, ফণীক্লপা সে সুন্দরী,

আসিয়াছে করিতে দংশন ।

নতবা এমন ফণী, কোথাও না দেখি শুনি,

নিশ্বাসে ভাঙ্কিছে তরুণগণ ॥

নিশাচরী সেই নারী, কিছুই বুঝিতে নারি,

বহুরূপা বহুরূপ ধরে ।

স্বপনে অন্তর হরি; লুকুপেমে মুঞ্চ করি,

ফেলে গেল বিরহ সাগরে ॥

ফণী ভয়ে কম্পবান, উপায় নাহিক পান,

শেষে অসী অরণ হইল ।

ঝুলিছে পোশাক পাশে, নিল তাহা মনোজ্ঞাসে,

অসী ধরি ভাবিতে লাগিল ॥

যদি সেই বিনোদিনী, হয়ে থাকে ভূজঙ্গিনী,

পুন মোরে ছলিবার অংশে ।

কে বুঝে নারীর ভাব, কত ভাবে আবির্ভাব,

ছলনায় জীবনাবিনাশে ॥

না বুঝে বিনাশ করে, কান্দিব কি এর পরে;

কিবা করি ইহার বিধান ।

ধন্যরে পণয় নিবি, তোমাংগে গঠেছে বিধি,

নাহি থাকে হিতাহিত জ্ঞান ॥

ক্রমে ক্রমে অজাগর, আরোহিল বৃক্ষোপর,

প্রাণিবারে ফণা বিস্তারিল ।

এত দেখি সুন্দর, রহিতে না পারে আর,

অসী যাতে নিপাত করিল ॥

দেখ কিবা বসন্তকার, লিপিবদ্ধ বিধাতার,

নরে কি বুঝিবে তাঁর আশা ॥

সেই বৃক্ষ সাথা পরে, রায়ের কিছু অন্তরে,

শুধু সারী করিয়াছে বাসা ॥

ভজ্ঞ ভয়েতে তার; ভেবে হতে ছিল সার;

কিসে রক্ষা পাবে শিশুগণ ॥

কণী যদি হল নাশ, যচিল মনের ত্রাস;

নৃপসুতে কহিছে তখন ॥

কহে শুক সুখভরে, যতনে গধুর স্বরে;

পরিচয় দেহ কোনজন ॥

কি জ্ঞাতি কি নান ধর, কোথায় বসতি কর;

কণী নাশি করিছে রোদন ॥

সাপের বধিয়ে পুণ; দিয়াছ জীবন দান,

হইলাম তোমার সুহৃদ ॥

বল আমাদের পাশ, কিবা তব অভিলাষ,

পুণর্পণে করিব পূর্ণিত ॥

মাথা উল্লেদেখেরায়, তাহে না দেখিতে পায়;

পায় দুঃখ দুঃখের উপর ॥

ভয়েতে কহিছে পরে, কেবা মোর শিরোপরে;

সত্য কহ আমার গোচর ॥

দেবতা গজ্জর্ষ নর, কি কিন্নর কি বানর;

কিবা যক্ষ কিবা নিশাচর ॥

কিবা উপদেব হবে; সত্য পুকাশিয়ে কবে;

ভয়ে তনু হতেছে কাতর ॥

তুমি সারী শুক কয়, দেব উপদেব নয়;

ভয় নাই বল মনেদিখ ॥

হল মোরা বহুকাল, এই বৃক্ষে কাটি কাল;

পক্ষজাতি নাম মারৌশুক ॥

শুনিয়ে ঘুচিল ডর, কহিতেছে গুণাকর,

শুন শুন মম পরিচয়।

কল্হাট নগরে ধাম, রাজা তেজস্পূঞ্জ নাম,

আমি হই তাহার তনয় ॥

কে বুঝে বিধির বাদ, শুন বলি সে সংবাদ,

এক দিন ছিলাম যুগিয়ে।

স্বপ্নে আসি এক নারী; রূপ বলিবারে নারি,

গেল হার বদল করিয়ে ॥

তদবধি মম মন, দিবা নিশি উচাটন,

ভেবে কিছু উপায় নাপাই।

করে যদি রূপা দান, বলে দেহ সে সন্ধান,

তবেতো জীবন রহে ভাই ॥

শুক জাতিস্বর হয়, বুঝিয়ে হামিয়ে কয়,

যারে তুমি দেখেছ স্বপন।

সেবড় কঠিন কাজ, শুন বলি যুবরাজ;

প্রকাশিয়ে সব বিবরণ ॥

চন্দ্র হৃদয়েতে ধাম, গুণাধিপ গুণধাম,

রাজা হন সঙ্গার পতি।

তাহার তনয়া সেই নিদ্রায় হেরেছ যেই,

ধরে ধন্য ধরায় যুবতী ॥

এক মখে তার রূপা কিবা কহিব স্বরূপ,

নাহি দেখি এমন রূপসী।

কে আছে তাহার সমা, তিল তুল্য তিলোত্তমা,

(গ) লজ্জা পায় শরদেয় শশী ॥

শুক কৰ্ত্তৃক যামিনীর সন্ধান প্রাপ্ত ।

এত শুনি সচঞ্চল হইয়ে হুমার ।
 শুকেরে জিজ্ঞাসা করে যত্নে পুনর্বার ॥
 কহ শুক সে যুবতী কিবা নাম ধরে ।
 প্রকাশ করিয়ে কহ মোরে রূপাংকরে ॥
 শুক কহে স্থির হও ওহে গুণমণি ।
 ধরেন যামিনী নাম সে রূপসী ধনী ॥
 তাহারে নিশিতে তুমি হেরিয়ে স্বপনে ।
 মুগ্ধ হয়ে সেই রূপে ভাসিছ জীবনে ॥
 তার সমা মনোরমা না হয় দর্শন ।
 ধরায় ধরেনা আর তুলনা কখন ॥
 তুমিতো মানব জাতি হইবে চঞ্চল ।
 হেরিলে অতনু হন আপনি বিকল ॥
 স্থির হও বুঝ রাজ নাহিও চিন্তিত ।
 মিলন উপায় আমি করিব নিশ্চিত ॥
 দেখা দিয়ে নানা ভাবে গিয়ে তার পাশে ।
 বাঁধিব তাহার মন তব প্রেম পাশে ॥
 তুমি কিন্তু সে নগরে ছদ্মবেশে যাবে ।
 মম দেখা গুণাকর নাহি আর পাবে ॥
 প্রাণ দান দিরাছ আপনি সারোদ্ধার ।
 সাধিব তোমার কার্য প্রতিজ্ঞা আমার ॥
 অজিক না ভেব তুমি আমার বচন ।
 এই আমি তার পাশে করি নু গমন ॥
 পৃথক জাতি হীনমতি কিবা সাধ্য আছে ।
 কহিলাম বিবরিবৈ যুক্তি তব কাছে ॥

রায় কয় কথা ভুনি যে যুক্তি বলিলে ।
জনমের মত মোরে কিনিয়ে রাখিলে ॥
জীবনে আশ্বাস করি উড়িগেল শুক ।
হেরে দূরে গেল দুঃখ উথলিল সুখ ॥

শুক যামিনীর নিকট গিয়া জীবনের
কথা উপস্থিত করে ।

শুক হৃষ্ট মনে, যামিনী সদনে,
সাধিতে রায়ের কাজ ।

যায় ত্বরাকরি, দুর্গানাম স্মরি,
সেচন্দ্র হৃদয় মাজ ॥

তথায় যামিনী, যে রূপেতে তিনি,
করেন গৃহেতে বাস ।

কহি শুন শেব, সব সবিশেষ,
সংক্ষেপে করি প্রকাশ ॥

রূপে অগ্রগণ্য, সে যামিনী কন্যা,
ভপতির প্রাণ সমা ৷

এই ইন্দুমারী, মেহ অধিকারী,
কি দিব তার উপমা ॥

বড় আদরিণী, সে রাজ নন্দিনী,
থাকয়ে মায়ের পাশে ।

হইলে অন্তর, রাণীর অন্তর,
দুঃখের সাগরে ভাসে ॥

হইল যৌবনী, সে বিধু বদনী,
হেরি রাজা সচিস্তিত ।

সখী চারি জন, আনিয়া তখন,
তথা করে নিয়োজিত ॥

হইয়ে সত্বর, পৃথক অন্তর;
 নির্মাইয়া দিল তাকে ।
 হ্রিষে যামিনী; লইয়ে সজ্জিনী;
 সে অন্তরে গিয়ে থাকে ॥
 বিরল পাইয়ে, পতির লাগিয়ে,
 নৃপ দ্বলাচারি মত ।
 নাশিতে অশিবে, সদা সদাশিবে,
 পজে ধনী অবিরত ॥
 নহে মনস্থির, সদাই অস্থির;
 কিবল পতির লাগি ।
 সময় পাইয়া; ভাবাদি আনিয়া;
 ক্রমেতে উঠিল চাগি ॥
 সে নবিনা বালা; যৌবনের জ্বালা,
 সহিতে না পারে প্রাণে ।
 ভাবি নিরন্তর, হইয়ে কাতর;
 কহিছে দাঁসীর স্থানে ॥
 সুনন্দা সুনমতী, অধৈর্য্যতা অতি,
 হতেছি মদন রাগে ।
 চল সব মেলি, করি গিয়া কেলী;
 ছাতের উপরি ভাগে ॥
 সুরঙ্গী সুনমতী, দরঙ্গী দমনতী;
 চারি সখী লয়ে সাতে ।
 চলিল যামিনী, হয়ে উন্মাদিনী;
 মদন জ্বালা নিভাতে ॥
 যৌবনে অবলা; হইয়ে চঞ্চলা,
 ভ্রমে অট্টালিকোপরি ।

অভিলাষ মত্ত, খেলে কত শত,

লয়ে সব সহচরী ॥

যৌবন আগুণ, প্রবল দ্বিগুণ,

এমতি সময়ে শুক ।

উড়িয়া আসিয়ে; রহিল বসিয়ে;

যামিনীর সনমুখ ॥

দেখ কি কৌতুক; মনোহরা শুক;

হরিতে ধনীর মন ।

নাচিয়ে নাচিয়ে; খাইছে খুটিয়ে,

নানা ভাবে নিমগন ।

মরিছে গুমারি, সে রাজ দমারী,

দূরন্ত মদন বাণে ।

হয়ে জ্বর জ্বর, দৈবাত নজর;

হইল শুকের পানে ॥

তাহার মাধর্য্য, হেরিয়া অধর্য্য;

কহিছে তাহে নিরুখি ।*

একি চমৎকার; স্খলিত আঁধার;

দেখলো দেখলো মখী ॥

জন্মমে কখন; না দেখি এমন,

সোণার বরণ পাখি ।

মরি কি সুন্দর, রূপ মনোহর;

হেরিয়ে জুড়াল আঁখি ॥

এতক বলিয়ে, হরিষ হইয়ে;

ধরিতে তাহারে ধায় ।

পায় বহু দুঃখ, শুকাইল মুখ;

তথাপি না ধরা পায় ।

সে ভাব দেখিয়ে; আল্লাদে মাতিয়ে,

ওড়ে শুক পোশা প্রায় ।

ধরে ধরে তারে, ধরিতে না পারে,

অমনি তফাতে যায় ।

যামিনী বেড়িয়ে, বেড়ায় ঘুরিয়ে;

করিছে কতই ছল ।

তবু নাহি তারে, পারে ধরিবারে,

ক্রমেতে হারাল বল ।

অঙ্গে অমিশ্রাম, বহিতেছে ঘাম,

তখন হেরিয়ে শুক ।

কহিছে হাসিয়ে, কেনগো দৌড়িয়ে,

সহিতেছ এত দুঃখ ॥

স্থির কর মন, কেনগো এমন,

হতেছ আমার লাগি ।

কখনত তব, আমি নাহি হব,

যৌকন জ্বালার ভাগী ।

কেনগো কামিনী, হয়ে পাগলিনী,

আমারে ধরিতে আস ।

আমারে ধরিবে, কিলাত হইবে,

কিবা বা পূরিবে আশ ॥

স্বমধুর ধ্বনি; শুনিতে তখনি;

যামিনী বিহঙ্গে বলে ।

শুনি তব ভাব; মদন হতাশ,

হৃদয়ে না আর জ্বলে ॥

হৃদয় পিঞ্জরে; স্মরণ করে,

রাখিব তোমারে আমি ।

এস মম পাশ; নাশ দঃখ পাশ,
 কোরোনা বিপদ গামী ॥
 দাসী নিয়োজিব, ক্ষীরসর দিব,
 তোমারে থায়াবে তারা ।
 সদ। সৰ্বক্ষণ, করিবে যতন,
 মায়ের যেমন ধারা ॥
 মদন যখন; আমারে শাসন,
 করিবে দুরন্ত বাণে ।
 হেরিয়ে তখন, তোমারি বদন;
 নীতল হইব প্রাণে ॥
 এজন্য তোমারে; চাহি ধরিবারে,
 নহিলে কি আমি ধরি ।
 উল্লাসী হইয়ে; আইস উড়িয়ে,
 আমার কর উপরি ॥
 শুনি চমকিয়ে; আদরে ভাসিয়ে,
 কহিছে তাহারে শুক ।.
 একি চমৎকার, অদ্ভুত ব্যাপার,
 দুঃখের উপরে দুঃখ ॥
 ওগো রাজবালা, মদনের জ্বালা,
 মুচাবে হেরে আমারে ।
 একি তব আশা, দূহক্ষরি পিপাশা,
 ঘোলে কি ভাস্কিতে পারে ॥
 ভেবে দেখ মনে, অনল বিহনে.
 তপনে কি কাজ হয় ।
 বিনা বরিষণে; মেঘের গর্জনে;
 চাতকী কি প্রাণে রয়ন

মোরে অনুক্ষণ; করি দরশন,
 যুচাবে কাগের জ্বর।
 তাহে কি কখন, হয় নিবারণ;
 দূরন্ত মদন শর ॥
 আমার সৌন্দর্য্য, হেরিয়ে অধর্য্য,
 হইতেছ পাগলিনী।
 বলি যদি রূপ, না জানি কি রূপ,
 হও তুমি বিনোদিনী ॥
 কি কায় কথায়, যাইগো বাসায়,
 মিছে থাকি তব কাছে।
 সারী যদি জানে; এসেছি এখানে,
 তবে কি নিস্তার আছে ॥
 মিছে ছল করে, উড়িছে সত্ত্বরে,
 নয়নে তা হেরি ধনী।
 মাথার কিরায়, শুকেরে বসায়,
 মণিহারা যেন কণী ॥
 অতি সকাত্তরে, কহে মৃদুস্বরে,
 শুনরে বিহঙ্গ বলি।
 অবলার মন, করিয়ে হরণ,
 সচ্ছন্দে যেতেছ চলি ॥
 ছাড় ছাড় ছল, হয়েছি বিকল;
 বল সে কেমন জন।
 শুনে তব বাণী, আকুল পরাণী,
 গৃহেতে না রহে মন।
 দেখি সকাত্তরা, শুক স্থখে ভরা,
 কহিছে তাহার কাছে।

শুন বিনোদিনী; বলি সে কাহিনী,

যথায় সেজন আছে ॥

তেজস্পূর্ণ নাগ, গুণে অনুপাম;

কল্যাণ নগরে বাস ॥

তাহার নন্দন, নামেতে জীবন;

কহিলাম সে নির্যাস ॥

যেক্রপ তাহার, করেছি নেহার,

এমুখে বলিতে নারি ॥

যদি পাই দান, দ্বাদশ বয়ান,

কহিবারে কিছু পারি ॥

মুখ শশী তার, করিয়ে নেহার,

লজ্জা জ্বরে জ্বর জ্বর ॥

উদয় হইতে, নারে ক্ষণ চিতে,

শরদের শশধর ॥

কি শোভা প্রচুর, গোঁপের অন্ধুর,

কিবল হতেছে তার ॥

হেরিলে অমনী, কামের রমনী,

সেমজে তুমি কি ছার ॥

নয়ন যুগল; অতি সচঞ্চল;

খঞ্জন লজ্জিত হয় ॥

মোহন নাশার; হেরে লাজ পায়,

তিল ফল অতিশয় ॥

আজান লম্বিত, অতি সুললিত;

কি কব সে ভুজ্জয় ॥

হেরিয়ে কমল, হইয়ে বিকল,

(. য) নীরেতে তাসিরা রয় ॥

শুনেলো যামিনী; দিবস যামিনী,
 যদ্যপি বলি স্বরূপ ।
 তবে এ পাখিতে, কিঞ্চিত বর্ধিতে,
 পারে কিনা তার রূপ ॥
 অতএব ধনী, সে অমূল্য মণি;
 যদ্যপি তোমারে ঘটে ।
 তবে আমি মানি, সত্য শূলপাণী,
 তোমার সাধনা বটে ॥
 শুক এত বলি, উড়ে গেল চলি,
 নামানে বারণ তায় ।
 যামিনী শুনিয়া, আকুল হইয়া,
 রহিল পুত্তলী প্রায় ।
 খ্যাত কবিবর, বহু গুণধর;
 ভুবন নোহন কর ।
 তাহার প্রসাদে, মজিবে আহ্বান্দে,
 শ্রীকালী জমার গায় ॥
 যামিনীর খেদ ।

ধনী, শুনিয়া শুকের মুখে রূপের লহরী ।
 অতি, নকাতরা হয়ে কহে ডাকি সহচরী ॥
 বলি, শুনগো সুমতী দাসী আমার বচন ।
 কেন, শুক মুখে শুনি মন হল উচাটন ॥
 বল, কি রূপে পাইব সেই নবীন নাগরে ।
 নদা, সেই জন বিনে প্রাণ উড়ু উড়ু করে ॥
 তোরা, বল দেখি সেধনেরে কি রূপেতে পাই ।
 বুঝি, তাহার লাগিয়ে আমি পরাণ হারাই ।
 হাঁগো, কেন বিধি আমা প্রতি নিদারুণ ।

দিয়ে, জ্বালার উপরে জ্বালা বুঝি করে খুন ॥
 বরং, আগতে ছিলাম ভাল না পাইয়ে আশা ॥
 আর, কি রূপে জীবন ধরি বিমে তার আসা ॥
 আসি, অদর্শন আশা বাণ হেনে গেল শুক ॥
 সেই; কঠিন বাণেতে যায় বিদরিয়ে বুক ॥
 আমি, একেত অবলা তাহে প্রথমা ঘোবনী ॥
 মিছে, দুরন্ত অনঙ্গ কেন বধে গো সজনী ॥
 শুক; আসিয়ে পবন ভরে পবন হইয়ে ॥
 গেল, তনুতরী নয়ন সলিলে ভাসাইয়ে ॥
 ভয়ে, টল টল করে তরী কাণ্ডারী বিহনে ॥
 বুঝি, জীবনে জীবন যায় জীবন কারণে ॥
 কোথা, আছহে হৃদয় নাথ হও মানুকুল ॥
 রূপা; করিয়ে কাণ্ডারী হয়ে দেহ মোরে কুল ॥
 ওহে, অনিরুদ্ধ হরে ছিল উষারে যেমন ॥
 আসি; সেই মত হরেনাথ করহ হরণ ॥
 কিম্বা, সুন্দর যেমন বিদ্যা লয়ে ছিল আসি ॥
 মোরে, সেই মত লয়ে যাও ওহে গুণ রাশি ॥
 যদি, তব লাগি মরি নাথ খেদ নাহি তবে ॥
 কিন্তু, অধিনীর মন আশা মনে মনে রবে ॥
 বিধি, প্রফুল্লিত হয়ে মনে বসিয়ে নির্জনে ॥
 অতি, সযতনে গঠিলেন পুরুষ রতনে ॥
 আর, করিবারে নারীগণে দঃখ নিমগন ॥
 ভাবি, তাই শোকাবুল হরে করিল হর্জন ॥
 সেই, কারণেতে বুঝি আমি হয়ে অনাথিনী ॥
 ভাসি, অবিরত আঁখি জলে দিবস ধামিনী ॥
 শুক, আসিয়া আলায়ে গেল করে পাগলিনী ॥

সদা ডাকি নাথ নাথ বলে হয়ে প্রমাধিনী ॥

যদি, অধিনী জনার প্রতি হইলে সদয় ।

মম; হৃদয় আকাশে আসি হও হে উদয় ॥

তবে, অনায়াসে হতে পারি দুঃখ মিছু পার ।

দেখ, নতুবা এছুঃখার্ণবে নাহিক নিস্তার ॥

শৌকে, আলু খালু হল ধনী পাগলিনী পায় ।

দুঃখে, ধরায় লোটার আর ধরে রাখা দায় ।

ভেবে, জীর্ণ হল কলেবর নাহি কিছু বল ।

আর, বদনে তাহার নাহি রোচে অন্তজন ॥

ঘোর; চিত্তাঙ্গরাবিতা হয়ে পালঙ্ক উপরি ।

রহে, নদত সুইয়ে ধনী দিবস সর্বরী ॥

লাঞ্জে, সখী গণে বিবরিরে কিছু নাহি কহে ।

যেন, বোবার স্বপন প্রায় মনে মনে রহে ॥

তারে, হেরিয়ে সুমতী দাসী দ্রুততীরে কয় ।

হাগে, রাজকন্যা ক্রমে কেন জীর্ণা অতিশয় ॥

চল, সবে মৌলি বলিগিয়ে রাণীর সদন ।

আসি, যাহা হয় করিবেন করি নিরীক্ষণ ॥

ইহা, বলি তারা যায় ত্বরাকত্রীর ভবনে ।

হল; ক্রমে ক্রমে উপনীত বিষাদিত মনে ॥

রাণীর নিকটে সহচরী গণের নিবেদন ।

সহচরী গণে, রাণীর সদনে, সজল নয়নে,

কহিছে আসি ।

করি জোড়পাণি; নিবেদয়েবাণী, শুনঠান্ধরাণী,

বিপদ রাশি ॥

যামিনীর রূপ; নাহিক সেক্রুপ, হয়েছে বিক্লুপ,

কি দশা মরি ।

নাহিখায় অন্ত; কিজানি কিজন্য; রোদনে আছন,
দিবা সর্বস্বী ॥

উঠিতে শক্তি, নাহি একরাত, জীর্ণ শীর্ণ অতি,
হয়েছে অঙ্গ ।

দিবানিশিদ্ধয়, সদা মৌনে রয়, কথা নাহি কয়,
কাহার সঙ্গ ॥

শোকে করে ভর, হয়ে ভাবান্তর; অমর সম্বর,
করিতে নারে ।

কেনবা এমনি, হইল সে ধনী, যাইয়ে আপনি,
দেখুন তারে ॥

দাসীমুখে বাণী, শুনিরাজরাণী, অস্থির পরাণী,
হইয়ে কহে ।

ওলো সখীগণ, কেনগো এমনি, সুতা সর্বক্ষণ;
বিরসে রহে ॥

শুনে তব ভাষ, হলেম উদাস, বাসে করি বাস,
বাসনা নাই ।

করিয়ে জ্বরণ, দহিছে জীবন, সুতার সদন,
চলগো যাই ॥

রাণী সকাতরে, সুতার অন্তরে, গেল ত্বরাকরে,
লয়ে সকলে ।

চিনিতে কন্যারে, কোনমতে নারে; বেনশবাকারে,
আছে ভূতলে ॥

অশ্রুজলে ভাসি, নিকটেতে আসি; মৃদু ভাষি,
কহিছে তারে ।

কেনমা যামিনী, দিবস যামিনী; রহ বিধাদিনী,
হেন প্রকারে ॥

মায়ের রোদন, শুনিয়ে তখন, স্বভাব গোপন,
করিয়ে কর ।

না জানি কারণ, ব্যাধির লক্ষণ, মন উচাটন,
সৰ্বদা হয় ॥

নিশি আগমন, হয় মা যখন, জ্বর আকর্ষণ,
করেগো আমি ।

সেজ্জালা নিভাতে, ইচ্ছে হয় চিতে, পুজুলিত চিতে,
জীবন নাশি ॥

কন্যার বচন, শুনিয়ে তখন, বিরষ বদন,
করিয়ে রাণী ।

কহিছে কন্যায়, ভয় কি মা তায়, করিব উপায়,
বৈদ্যেরে আনি ॥

মনস্থির করি, লয়ে সহচরী, কাটাবে সৰ্ব্বরী,
বালিনু তাই ।

তোমার বচনে, রাজার সদনে, বৈদ্যর কারণে,
এখনি যাই ॥

রাজার নিকটে রাণীর গমন ।

কন্যার কারণে সতী, বিষাদিত হয় অতি,

আত্মল পাথার ভাবি মনে ।

হয়ে অতি ম্লিয়মাণী, রাজার মন্দিরে রাণী,
উত্তরিল সজল নয়নে ॥

রাণীর দেখিয়া হাল, দুঃখ কহে মহিপাল,
কেন কেন কিসের কারণ ।

হয়ে অতি উন্মাদিনী, আসিয়াছ বিনোদিনী,
কই দেখি শুনি বিবরণ ।

রাণী কহে ভাল ভাল, তোমার যেন জঞ্জাল,
হইয়াছে অন্দর মহল ।

কোন ভার নাহি লও, সর্বদা হরিষে রও,
উদাসির কৰ্ম এ সকল ॥

করে শিব আরাধন, পেয়েছি যামিনী ধন,*
সে ধনের না কর উদ্দেশ ।

পাষণে বেঁধেছ মতি, এমন তনয়া প্রতি,
দেখি তব নাহি দয়ালেশ ॥

শুন শুন পুণেশ্বর, কন্যার হয়েছে জ্বর,
নাহি পারে অনাদি থাইতে ।

কি জানি কি কারণেতে, দুঃখেরহে দিবা রোতে,
কারুকথা না পারে সহিতে ॥

অস্থিচৰ্ম্ম শবাকার, পুণমাত্র আছে মার,
তাও কবে থাকে কিনা থাকে ।

যদি ইচ্ছা থাকে মনে, রহিতে এই ভুবনে;
বৈদ্য আনি বাঁচাও কৰ্ম্মাকে ॥

রাজা কন ওহে রাণী, বিদরিয়ে যায় পুণী;
শুনিয়ে কন্যার সমাচার ।

এত যে ঘটেছে ফের; আমি কি পেয়েছি টের;
ইথে দোষ নাহিক আমার ॥

এরাজ্যে কি পুয়োজন, যদ্যপি যামিনী ধন,
পীড়াতে পীড়িতা অতিশয় ।

ব্রত আছে দিব ধন, চিন্তা তার কি কারণ,
শান্তকর জ্ঞাপন হৃদয় ॥

রাজ বৈদ্যের রোগ নিরূপণে অসাধ্য ।

রাণীয়ে শাস্তনা করি গুণাধিপ রাক্ষ ।

উপনীত হইলেন আসিয়ে সভায় ॥
 মন্ত্রীরে ডাকিয়ে কন হইয়ে বিকল ।
 না জানি তনয়া কেন হতেছে দুর্বল ॥
 কিছুতেই নাহিসাদ সর্বদা উদাসী ।
 বৈদ্যেরে আনাও শীঘ্র ব্যবস্থা জিজ্ঞাসি ॥
 মন্ত্রী কহে এ নিমিত্ত চিন্তা কেন রায় ।
 এখনি বৈদ্যেরে আনি করাব উপায় ॥
 সংসার আশ্রমে আছে সুখ দুঃখ কত ।
 উতলা উচিত নহে হও অবিরত ॥
 ভূপতির বাক্য শুনি মন্ত্রী বিচক্ষণ ।
 ডাকিতে বৈদ্যেরে দূত করিল পুরণ ॥
 রাজার ভিষক সেই নিদানে পণ্ডিত ।
 ভূপতি সভায় আসি হৈল উপনীত ॥
 বৈদ্যেরে হেরিয়ে ভূপ কহে মৃদুস্বরে ।
 তনয়া পীড়িতা মোর হইয়াছে জ্বরে ॥
 যদ্যপি তাহারে তুমি আরোগিতে পার ।
 মনমত ধন দিব বলিলাম নার ॥
 বৈদ্য কহে মহারাজ চিন্তাকি তাহার ।
 গোটাছুই বড়ী খেলে রোগ যাবে তার ॥
 ইহা বলি বৈদ্য রাজ যামিনী অন্তরে ।
 উপনীত হইলেন পূৰ্ণ অস্তরে ॥
 দেখে রাজকন্যা অতি জ্বরেতে কাতরা ।
 পালক উপরি আছে হইয়ে অধরা ॥
 নাড়ী ধরি দেখি বৈদ্য জ্বর নবহি পায় ।
 ভাবে মনে একি দার নাহেরি কোথায় ॥
 নাড়ীতে না পাই জ্বর একি চমৎকার ॥

কিন্তু ক্রমে হইতেছে অস্থিচর্ম্ম সার ।
 কেন হয় কি কারণ না পারি বুঝিতে ।
 এই মত কিছুদিন লাগিল দেখিতে ।
 ক্রমেতে হইল বৃদ্ধি নহে উপশম ।
 মনে ভাবে কবিরাজ দেখিয়া বিষম ॥
 ভাবিয়া ছিলাম মনে পাব কত ধন ।
 সে ধন দূরেতে থাক্ হলেম নিধন ॥
 কত মান ছিল মম ভূপতি নদনে ।
 বিধাতা সে। মানে ছাই দিলেন এক্ষণে ॥
 চুপে চুপে থাকা আর হয় অনুচিত ।
 উচিত এক্ষণে করা রাজার বিদিত ॥
 মানষাক্ষণ যাক্ কিছু কাজ নাই ।
 ভিক্ষা করা বাজে আসি কিসে রক্ষা পাই ॥
 এতেক ভাবিয়া বৈদ্য বিষম তরাসে ।
 ভূপতিরে নিবেদন করে মৃদু ভাষে ॥
 অবধান মহারাজ কথা চমৎকার ।
 ব্যাধি নিরূপণে সাধ্য নাইল আমার ।
 চিকিৎসা করিনু কত না পারি কহিতে ।
 তথাচ না পারিলাম আরোগ্য করিতে ॥
 অতএব মহারাজ করি নিবেদন ।
 বিবেচনা যাহা হয় করুন এখন ॥
 অন্যান্য বৈদ্য যামিনীর রোগে পরাস্ত
 হইয়া কারাগারে বদ্ধ হয় ।
 রাজ বৈদ্য যদি আসি হারি মানি দিল ।
 রাজা চিন্তাবিত হরে ভাবিতে লাগিল ॥

যোর দেখে মন্ত্রীরাই কহিছে রাজনঃ
 বৈদ্য অন্বেষণ করে কন্যার কারণ ॥
 করিলাম এই পণ দারু অনুমারে ।
 কন্যারে যদিও কেহ বাঁচাইতে পারে ॥
 আমার এ রাজ্য তাহে অর্দ্ধভাগ দিব ।
 বাঁচাইতে না পারিলে কয়েদ করিব ॥
 রাজপণ শুনি মন্ত্রী বিশ্বয় অন্তরে ।
 দিলেক রটনা করে দেশে দেশান্তরে ॥
 যে দেশেই যে সকল কবিরাজ ছিল ।
 শুনিলে রাজার পদ আনিতে লাগিল ॥
 ভাল ভল বৈদ্য সব আনন্দ অন্তরে ।
 আইল সন্নিবেশে রাজার গোচরে ॥
 আশ্রয় লয় কার কত কবিরাজ কর ।
 নিদান অতীত রোগ কোথাও না রয় ॥
 অনায়াসে আরোগির সে বিষম জ্বর ।
 ভয় নাই মহারাজনা হও কাতর ॥
 তব ভ্রমার রোগ দেখিবারে চাই ।
 আশ্রয়িনী অস্ত্রপূরে যাইতে ডরাই ॥
 রাজ্য কন বৈদ্য রাজ্যে শুমহ বচন ।
 বাঁচাইতে পারি যদি কন্যা রত্ন ধন ॥
 দিব হে অর্দ্ধেক রাজ্য-স্বত্ব পন কড়ি ।
 নতুবা প্রমাদ হুয়ে হাতে দিব কড়ি ॥
 এই পণ যদি তাহে পার বাঁচাইতে ।
 এক্ষণে দৌড়িতে যাও দাসীর সহিতে ॥
 আশ্রয়িনী বৈদ্যরাজ সহচরী মনে ।
 উপনীত হইলেন যামিনী ভরনে ॥

দেখিয়ে কন্যার ~~অসুখ~~ বৈদ্য পায় ক্রান্ত ।
 শব সম মুখে আছে অথো নাহি জীব ॥
 নাড়ী টিপী দেখি বৈদ্য জ্বর নাহি পায় ।
 বলে একি চমৎকার নাহেরি কোথায় ॥
 নাড়ীতে না পাই জ্বর কিন্তু জীর্ণ অতি ।
 নিদানেতে নাহি পাই এরোগের গতি ॥
 গালে হাত দিলে বৈদ্য ভাবিতেছে রাশি ।
 হেরি সহচরী গণ কহিতেছে আসি ।
 ওহে বৈদ্যরাজ আর চিন্তা কি কারণ ।
 ভাবিতে উচিত ছিল রাজার সুদন ॥
 অর্থ আশে লুপ্ত হয়ে মজাইলে প্রাণ ।
 এখন কি রূপে আর পাবে পরিভ্রাণ ॥
 ভূপ কাছে আসি কহে যত সখীগণ ।
 অপারগ হল বৈদ্য শুনহ রাজন ॥
 রাজা ক্রোধাস্থিত হয়ে কহে চোপদারে ।
 বৈদ্যকে নিগড় বাধি রাখ কারাগারে ॥
 আজ্ঞামাত্র চোপদার বৈদ্যকে লইয়ে
 কারাগারে রাখিলেন বন্ধন করিয়ে ॥

জীবনের চন্দ্র হৃদয়ে আগমন ।

শুক মুখে যামিনীর পাইয়া সন্ধান ।
 'আনন্দিত হয়ে রায় চন্দ্রদয়ে যান ॥
 অশ্বে চড়ি নানা দেশ করি পর্য্যটন ।
 উপনীত চন্দ্রদরে হইল জীবন ॥
 হেরিয়ে নগর শোভা বাথানে দ্রবর ।
 কত শত অট্টালিকা কিবা চমৎকার ॥

সুচারু শ্রেণীতে লোকে করিয়াছে বাস ।
 দেখিতে সুন্দর বড় যেমন কৈলাস ॥
 পথ ঘাট মনোহর সুন্দর বাজার ।
 দিবানিশি চলে লোক কাতারে কাতার ॥
 রাজপথে বিকট শকট দেখি কত ।
 শোভাকরি যাইতেছে করী শত শত ॥
 আনন্দিত হরে রায় করয়ে ভ্রমণ ।
 কিন্তু সব লোকে দেখে দুঃখে নিমগন ॥
 সকলে বিরস সদা চক্ষে বহে ধারা ।
 রঘুনাথ বিনা যেন অযোধ্যার ধারা ॥
 আপন আপন কার্য করিছে সবাই ।
 কিন্তু কারু মনোমধ্যে কিছু সুখ নাই ।
 হেরিয়ে নৃপতি স্মৃত হইল চিন্তিত ।
 ক্রমে এক দোকানেতে হল উপনীত ॥
 দোকানদারের রীতি অতি মনোহর ।
 পথিকে অধিক তারা করে সমাদর ॥
 ভুলাইতে পথিকের মন ভাল জানে ।
 টাকা পেলে ভায়া দেয় লজ্জা নাহি গানে ॥
 দোকানির মিষ্ট ভাষে বসিল দ্রমার ।
 হেরিয়ে তাহার রূপ সবে চমৎকার ॥
 দোকানী মিনতি করে মাগে পরিচয় ।
 কিবা নাম গুণধাম কোথায় আনয় ॥
 রায় কর পরিচয় দিব আমি পরে ।
 জিজ্ঞাসি তোমারে এক বলহ সঙ্গরে ॥
 যে দেখি নগর এই অতি মনোহর ।
 কেন সব লোক দুঃখে রুহে নিরন্তর ॥

এমন আশ্চর্য্য আমি কোথা দেখি নাই ।
 সত্য করি বল মোরে শুনিলারে চাই ॥
 শুনিয়ে দোকানী কয় শুন মহাশয় ।
 জিজ্ঞাসিলে সত্য তবে শুন পরিচয় ॥
 গুণাধিপ নরপতি এনগর পতি ।
 ধনে মানে বুদ্ধি বলে সুবিখ্যাতি অতি ॥
 পুত্রহেতু নিরন্তর পজি পশুপতি ।
 বয়েসে রাজার হল একই সমুতি ॥
 শুনিলাহি লোক মুখে বড় রূপবতী ।
 যামিনী তাহার নাম গুণে সরস্বতী ॥
 অদ্যাবধি সে কন্যার বিভা নাহি হয় ।
 কিন্তু হইয়াছে জ্বরে জীর্ণা অতিশয় ॥
 কন্যার দেখিয়ে জ্বর রাজা কৈল পণ ।
 সে পাবে অক্লেক রাজ্য বাঁচাবে যে জন ॥
 আসিতেছে কত বৈদ্য দেখিতে তাহারে ।
 পরাভব হয়ে শেষে যায় কারাগারে ॥
 এই হেতু এদেশের যত লোক জন ।
 সদত বিরস নীরে আছে নিমগন ॥
 এক্ষণে করুণা করি দেহ পরিচয় ।
 শুনিয়ে প্রফুল্ল হক আমার হৃদয় ॥
 যামিনীর কথা শুনে ভারিছে দমার ।
 বৈদ্য পরিচয় দেওয়া উচিত আমার ॥
 দোকানির কথা শুনি ছল করি কয় ।
 জীবন আমার নাম কর্ণাটে আনয় ॥
 তীর্থ করি নানা দেশ ভ্রমিয়ে কেড়াই ।
 নিদান চরক ভট্ট শাস্ত্র ব্যবসাই ॥

বাসা করি রব হেথা যামিনী কারণ ।
 বলিলাম বিবরিষে মম আকিঞ্চন ॥
 শুনিযে দোকানী বলে চিন্তা কিবা তার ।
 আমি দিব বাসা এই দোকানে আমার ॥
 মনোনীত বাসা পেরে আনন্দিত রায় ।
 রন্ধন ভোজন করি যামিনী কাটায় ॥
 জীবনের রাজার নিকটে গমন ।

রজনী প্রভাত দেখি উঠি যুবরায় ।
 দোকানির স্থানে তবে লইল বিদায় ॥
 পরেতে প্রভাত কীর্তি নারি গুণাকর ।
 ভাবিছে কি বেশে যাই রাজার গোচর ॥
 বৈদ্য বেশে গেলে পরে আদর পাইব ।
 প্রেমসীরে অনায়াসে নয়নে হেরিব ॥
 বিখ্যাতি যামিনীর জ্বরের লক্ষণ ।
 চিন্তাজ্বর ঘটিয়াছে আমার কারণ ॥
 নতুবা এমন রোগ কি আছে সংসারে ।
 কবিরাজ দেখি কিছু বুঝিতে না পারে ॥
 যাহক্ তা হক্ এবে ধরি বৈদ্য বেশ ।
 রাজার সভায় আমি করিব প্রবেশ ॥
 হারিলে যদিপি মোরে দেয় কারাগার ।
 তাহাতে কিঞ্চিৎ খেদ নাহিক আমার ॥
 দেখিবারে পাইবতো সে ধনীর মুখ ।
 কারাগারে জ্ঞান হবে বৈদগ্ধের মুখ ॥
 এতভাবি বৈদ্য বেশ করিয়ে ধারণ ।
 রাজার সভায় যার প্রফুল্লিত মন ॥

বারদিয়ে মহীপাল বসি সিংহাসনে ।
 ঘেরিয়ে বসেছে কত পাণ্ডু মিত্র গণে ।
 আসে পাশে ফিরিতেছে চেলা চোপদার ।
 নকীব ফুকারে ভাটে পড়ে রায়বার ॥
 হেনকালে জীবন হইল উপনীত ।
 দেখিয়ে সভাস্থ লোক হল চমকিত ॥
 রাজা ভাবে এইজন সামান্যত নয় ।
 না হইবে কোন ক্রমে সামান্য তনয় ॥
 মধুর বচনে রাজা জীবনে সুধায় ।
 বল বাপু কোথা হতে আইলে হেথায় ॥
 সত্য প্রকাশিয়ে कह কিবা আকিঞ্চন ।
 যত চাহ তত দিব মনোগত ধন ॥
 শুনিয়া জীবন কহে শুন দণ্ডধর ।
 অর্থ অভিলাষ নয় আমার অন্তর ।
 ধনজন পরিজন সব পরিহরি ।
 তীর্থধামে ফিরি সদা মুখে কলি হরি ॥
 কাল্বাস্য করে ছিনু যামিনীর তরে ।
 বাজারে সজ্জন এক দোকানির ঘরে ॥
 তথা থেকে শুনিলাম কথা মনোহর ।
 তোমার কন্যার নাকি ঘটরাছে জ্বর ॥
 এমন কঠিন ব্যাধি কোথা শুনিবাই ।
 বৈদ্যেতে মানিল হারি মরি কি বাল্যই ।
 রাজা কহে বৈদ্যরাজ শুনহ সকল ।
 যত বৈদ্য এম্বিছিল গোবৈদ্য কেবল ॥
 ষেক্লপ কন্যার মোর ব্যাধির লক্ষণ ।
 বুঝি কিছুদিন পরে হারাবে জীবন ॥

শুনিয়ে ফমার হাসি কহিছে তখন ।
 আমার ঔষধী নহে সামান্য কখন ॥
 দেখিতে পাইলে বুঝি জ্বরের লক্ষণ ।
 অবশ্য কন্যার তব মিলিবে জীবন ॥
 সেইহেতু তবালয়ে আনারিত আসা ।
 অবশ্য সে রোগ নাশী পুরাইব আশা ॥
 আর কিছু চিন্তা নাই রহিবে জীবন ।
 যখন তোমার দ্বারে হল আগমন ॥
 শুনলাম যামিনীতে স্বদ্ধ হয় জ্বর ।
 দুর্বল হতেছে তার নাহি সরে ঘর ॥
 করিব ব্যবস্থা অদ্য খাইবেন তিনি ।
 রহিবেন সুস্থ হয়ে সুখেতে যামিনী ॥
 শুনিয়ে তাহার কথা মস্ত্রিবর কয় ।
 ওহে বৈদ্য এত যাক করা যুক্তি নয় ॥
 কত বৈদ্য আসিয়ে এমত বলেছিল ।
 অপারগ হয়ে শেষে বন্ধনে রহিল ॥
 কাজেকাজে পড়িলে মানুষ চেনায় ।
 চিড়া কি অমনি ভেঙ্গে মুখের কথায় ॥
 বৈদ্য বলে কাজে কাজে যে দিন পড়িবে ।
 উপশম দেখি রোগ ক্রমেতে জানিবে ॥
 এসেছিল যত বৈদ্য গেল কারাগারে ।
 ব্যর্থ কর্ন তারে সাজে অন্যে কি তা পারে ॥
 রাজা কহে অধিক কথায় কিবা কাজ ।
 ভাল তুমি দেখ গিয়ে ওহে বৈদ্যরাজ ॥
 রাজার অনুজ্ঞা পেয়ে ফমার জীবন ।
 আনন্দ সলিলে দেয় সুখে সম্বরণ ॥

যামিনীর বাসে জীবনের আগমন ।

ওখানে যামিনী, দিবস যামিনী,

পতি তরে পাগলিনী ।

ডাকি সহচরী, কহে খেদ করি,

বিনাইয়ে বিনোদিনী ।

শুনলো স্মৃতি; দেহনা স্মৃতি,

কি করি বল এখন ।

না পারি কহিতে, কাল রজনীতে,

দেখিয়াছি যে স্বপন ॥

আমি যার লাগী, আছি মর্ষত্যাগী;

ঠিক যেন সেই জন ।

বৈদ্যের বেশেতে, আমার পাশেতে;

আসিয়ে হরিল মন ॥

তাহারে ধরিতে, গেলাম ভুরিতে;

অঘোর ঘুমের ঘোরে ।

মাহি দিল ধরা, নারী মনোহর;

স্বধু গেল মনো হরে ॥

সেজনার সনে, মিলন বিহনে,

সহিতে না পারি জ্বালা ।

কি করি উপায়; পরাণ বা যায়,

আমি যে নবিনা বালী ॥

ধরি তব পায়, দেহ লো আমায়;

এখনি অনল জ্বলে ।

ঘুচাব যাতনা, ধরায় রবনা,

সে অনলে অঙ্গ ঢেলে ॥

উপায় কি বল, নতুবা গরল,
 আমারে আনিয়ে দেহ ।
 বিষে বিষ ক্ষয়, করিব অশ্রয়,
 রাখিবনা ছার দেহ ॥
 এমতি সময়ে, যামিনী আলায়ে,
 সহকরি সহচরী ।
 হৃদয় জীবন, দিল দরশন,
 শ্রীদুর্গা স্মরণ করি ॥
 হেরে সখীচয়; চমকিত হর,
 রায়ের মোহন রূপ ।
 করে নিরীক্ষণ, না সরে বচন,
 উথলিল রস কূপ ॥
 মনমত ধন, করি দরশন;
 যামিনী লজ্জিতা অতি ।
 করে পলায়ন, আনন্দিত মন;
 অন্য ঘরে রমবতী ॥
 হৃদয় রতনে, গবাক্ষ ঐক্যে,
 রহিল পুণ্ডলী প্রায় ।
 ভাবে এই জন, হৃদয় রঞ্জন;
 আসিয়া ছিল নিদ্রায় ।
 কামে জ্বর জ্বর, অধৈর্য অন্তর,
 রসে মন নিমগন ।
 যেমন চঞ্চল, চাতকের দল,
 ঘন করি দরশন ॥
 চকরী যেমন, নিশি আগমন,
 দেখিয়ে প্রকুলা হয় ।

দিবা আগমনে, মধুকর গণে,

যে রূপ আনন্দময় ॥

দুঃখের সাগরে, হেরিয়ে নাগরে,

করেতে পাইল মণি ।

অতি ধিরে ধিরে; অশানা সখীরে;

ডাকিয়ে কহিছে ধনী ॥

শুনলো সুমতী, বুঝি পশুপতি,

সানুকূল গো আমারে ।

ঠিক যেন সেই, দাড়াইয়ে এই,

স্বপনে হেরেছি যারে ॥

বিলম্ব না সর; লহ পরিচয়,

কি নাম ওজন ধরে ।

কোথা নিকেতন, হেথা আগমন,

হয়েছে কিসের তরে ॥

খ্যাত কবিবর, বহু গুণধর,

বনয়ারিলাল রায় ।

তাহার প্রসাদে, মজিয়ে আহ্লাদে;

শ্রীকালী হ্রমার গায় ॥

সখী কর্তৃক জীবনের পরিচয় জিজ্ঞাসা ।

সুমতী প্রধানা সখী সখী মধ্যে হয় ।

জীবনের কাছে আসিলয় পরিচয় ॥

মৃদু মৃদু হাস্য করি নৃপসূতে কয় ।

কে আপনি মহাশয় হইলে উদয় ॥

কি জাতি কি ব্যবসাই কোথা তব ধাম ।

সত্য প্রকাশিয়ে কহ কিবা তব নাম ॥

অনিয়ে সখীর মুখে চতুর জীবন ।

মৃদু মধু হাস্য করি কহিছে তখন ॥
 কপাট নগরে ধাম বলি সত্য করি ॥
 জীবন আমার নাম শুন সহচরী ॥
 নিদান চরক কিছু আছে দরশন ॥
 তাহাই ব্যবনা করি বেড়াই ভুবন ॥
 শুনিলাম তোমাদের রাজার দহিতা ॥
 জ্বরে নাকি নিরন্তর আছেন পীড়িতা ॥
 শুক মুখে সমাচার করিয়ে শ্রবণ ॥
 সেই হেতু দেখিবারে মম আগমন ॥
 শুনিয়াছি বৈদ্য যত আসে দেখিবারে ॥
 আরোগিতে না পারিলে যায় কারাগারে ॥
 এমন বিষম রোগ কোথা শুনি নাই ॥
 কবিরাজ পরাভব এ বড় বানাই ॥
 আমার লইরে নাম কিলভ্য করিবে ॥
 পরাভব হলে ভূপ কভু না ছাড়িবে ॥
 বুঝিলাম এরোগের যত বিবরণ ॥
 মজাতে বৈদ্যের দল কেবল মনন ॥
 নতুবা বৈদ্যের নামে কিবা প্রয়োজন ॥
 নিয়ম মাকিক বুঝি করিবে বন্ধন ॥
 এতক বচন যদি জীবন কহিল ॥
 অন্তরে যামিনী থাকি সকল শুনিল ॥
 মনৈ মনে ভাবে ধনী শুনিয়ে বচন ॥
 ভাবে বোঝা গেল সেই বটে এই জন ॥
 শুক পাখী আসি যাহা মোরে বলে ছিল ॥
 শুক নাম শুনি মোর প্রত্যয় হইল ॥
 তবে আশ্রয় দুঃখ দেও। উচিত না হয় ॥

বসিতে আসন দিতে আঁখি ঠেরে কর ॥
 হাসিতে হাসিতে সখী আসিয়ে তখন ।
 বসিতে আসন দিল বসিল জীবন ॥
 রায় কহে সহচরী শুনহ বচন ।
 কোথা সেই রাজকন্যা করিল গমন ॥
 এবড় বিষম রোগ করি দরশন ।
 বৈদ্যেরে দেখিয়ে রোগী করে পলায়ন ॥
 চিকিৎসার এই রীতি নিদানেতে কর ।
 অগ্রে নাড়ী টিপে খাতু দেখিতে যে হয় ॥
 পরেতে চেহারা তার করি দরশন ।
 ইহাতে করয়ে বৈদ্য ব্যাধি নিকূপণ ॥
 না দেখিলে না ধরিলে কোন ফল নয় ।
 আঁধারে মারিলে ঢেল। কিবা লভায় ॥
 বুঝিলাম এইরূপে যত বৈদ্যগণ ।
 না দেখিয়ে কারাগারে হয়েছে বন্ধন ॥
 এত শুনি রসবতী রসে নিমগন ।
 সখী উপলক্ষ করি কহিছে তখন ॥
 নাড়ী টিপে রোগ দেখা প্রশংসিত নয় ।
 অনুভব চিকিৎসা উত্তম লোকে কর ॥
 বৈদ্য হলে জানিতে বৈদ্যের আচরণ ।
 কামারে ক্রমার বৃত্তি সাংজে কি কখন ॥
 সর্ব শাস্ত্রে বিস্বাসদ হবে যেই জন ।
 তাহার ঔষধী আমি করিব ভক্ষণ ॥
 অজ্ঞ হতে কার যদি সর্গ লাভ হয় ।
 তাহাও অধম বলি বখগণ কর ॥
 পুণ্ডিতের হাতে যদি ঘটয়ে মরণ !

বরঞ্চ তাহাও ভাল শাস্ত্রের বচন ॥
 কথায় পেলাম আমি তব পরিচয় ।
 ঔষধী তুলিয়ে রাখ বৈদ্য মহাশয় ॥
 কারাগার হেতু দোষ দিতেছ আমারে ।
 আপন ইচ্ছায় এসে দোষ দেহ কারে ॥
 তোমার মতন আমি না দেখি বখিল ।
 আমিবারে কে তোমারে করিল তসীল ॥
 বৈদ্য কহে একি দেখি অদ্ভুত ব্যাপার ।
 রোগীতে বৈদ্যেরে জিনে কথা চমৎকার ॥
 কথায় বুঝিলে তুমি সকল আমার ।
 উত্তম অধম কিসে করিলে বিচার ॥
 বুঝেছি বাতিকে ধাতু হইয়াছে কটু ।
 তাতিই আমায় এত বলিতেছ কটু ॥
 ভাব দেখে মনে হল সন্দেহ অতিশয় ।
 বুঝি কোন উপদেব করেছে আশ্রয় ॥
 নতুবা বৈদ্যেরে দেখি রোগী কি পলায় ।
 কে দেয় বৈদ্যেরে গালি বলনা আমায় ॥
 রাজকন্যা বলে সত্য তোমার বচন ।
 উপদেব করিয়াছে মোরে আকর্ষণ ॥
 দেখিতে তাহারে আমি না পাই কখন ।
 কিন্তু তার তরে মন সঁদা উচাটন ॥
 যদিপি কপাল ক্রমে দর্শন হইল ।
 কে যেন আসিয়ে মোরে তকাত করিল ॥
 কথায় হটিয়ে রায় কহে পুনর্বার ।
 সখ্য এক রোগি নহে বুঝেছি তোমার ॥
 লজ্জা নিশাচরী সংকর করেছ প্রণয় ।

সেই তো তফাত করে বুঝেছি নিশ্চয় ॥
 না জানি তোমার সেই ভাল হল কিম্বে ॥
 আপনার দোষে দহ বিচ্ছেদের বিষে ॥
 সখীগণে যুবরাজ পুনর্বার কর ॥
 রোগির মানসে চলা যুক্তি সিদ্ধ নয় ॥
 ঔষধের নাম রোগী করিয়ে শ্রবণ ॥
 ইচ্ছা মতে কেবা তাহা করয়ে ভ্রমণ ॥
 ধরে আন জোর করি তব ঠাঙ্গুরি ॥
 সমুদ্রে শয়ন করি কি করে শিশিরে ॥
 লজ্জার একাজ নহে লাজে হান বাজ ॥
 বৈদ্যের নিকট কেবা কোথা করে লাজ ॥
 সখীগণ যামিনীকে বৈদ্যের নিকটে
 আনায়ন করে ॥

যত সখীগণ, সরস বদন,
 ধনীরে ধরিতে যায় ॥
 কবিরাজ পাশে, মনের উল্লাশে,
 আনিবের বসায় তায় ॥
 কহে কবিরাজ, ইকি তব কাজ;
 লজ্জিতা হইলে কেন ॥
 বৈদ্যের নিকটে, কেবহে কপটে,
 উচিত না হয় হেন ॥
 ওহে রাজবাল, পাইতেছ জ্বালা;
 যুচাতে এসেছি আমি ॥
 মোটের দুঃখ দিবে; কি সুখী হইবে,
 করোনা বিপদ গামী ॥

তোলোনা বদন; কহনা বচন,

কেনবা এমনি কর ।

সুখে খুলে ডিপে; আগে নাড়ীটিপে;

ঘুচাব তোমারি জ্বর ॥

যে দেখি আকার, রসের সঞ্চার,

বঝিবা হয়েছে তব ।

না হইল পাক; এরস বিপাক;

অধিক কি আর কব ॥

শুনিয়ে সুন্দরী, মৃদু মৃদু করি;

কহিছে সখীর কানে ।

অস্থি চর্মসার, রসের সঞ্চার;

শুনিয়ে মরি গো প্রাণে ॥

কহে কবিরাজ, পরিহরি লাজ;

উপমা দেখলো ধনী ।

বালির ভিতর, জলের সঞ্চার,

কেন থাকে চন্দ্রাননী ।

তোমার শরীর; জানিহ বাণির;

ভিতরে রস তরঙ্গ ।

হলে দ্রুতহলে, দ্বিগুণ উথলে;

মনে বুঝ এই রঙ্গ ॥

যা হুঙ্গ সজনী, কি করি এখনি,

—এ রোগের প্রতীকার ।

ঔষধ ইহার; নাহি দ্বৈধি আর,

বুঝি ঘটে কারাগার ॥

কিবাতার যশ, মৃত্যুঞ্জয় রস;

তোমার কি প্রয়োজন ।

হৃদয় উপর, শোভে দিগন্তর,

রসে পরিপূর্ণ হন ॥

বুঝালেম প্রাণে, রসাসিক্ত দানে,

উপশম হবে রোগ

কিন্তু হে একগে; হেরেছি নয়নে,

না খাটিল সে সংযোগ ॥

তোমারি বদনে, উথলে ময়নে;

নিরমল রসাসিক্ত ।

পায় পরিভ্রাণ, যারে কর দান,

রূপাকরি এক বিন্দু ॥

গরল সেবন, করিলে কখন,

নাহি হবে উপকার ॥

নয়নে গরল; তোমার অবল,

গরল মানিল ছার ॥

যে তোমারি রোগ, মুক্ত মুক্তিযোগ,

দিলে পরে সাজে তবৈ ।

পথ্যের বিধান, কর প্রণিধান,

মান ভোগ খেতে হবে ॥

করিলে অবণ; ইথে যদি মন,

না হয় তোমারি ধনী !

রাখ কারাগারে, পণ অনুসারে,

হারিলাম চন্দ্রাননী ॥

ওহে চাকরীলে, বকে দেহ নীলে;

চরণে প্রেম শঙ্খল ।

ভজ রঞ্জ দিয়ে; নিগূঢ় বাঁধিয়ে,

(ছ) কর মোহর-হীন বল ॥

শুনিয়ে যুবতী, প্রকুল্লিঙ্গা অতি,
সখীরে ডাকিয়ে বলে ।

ইকি চমৎকার, দণ্ড আপনায়;
আপনি লইলে বলে ॥

কবিরাজ কর, তার কিবা ভয়,
অলাভ কি আছে নোর ।

জন্মের মতন; রহিব বন্ধন,
ঘুচিবে ভাবনা ঘোর ॥

জীবন যামিনীর পরম্পর কথা এবং
উপায় স্থির ॥

উভয়ের বাক্য বাণে মোহিত উভয় ।

কথার মেলানি আর কতক্ষণ রয় ॥

মনমত ধন পেয়ে মোহিতা যামিনী ।

হ্রটিল কামের ভরে কাঁপিছে কামিনী ॥

উভয়ে উভয় ভাবে পড়িতেছে চোলে ।

উজ্জল অনলে যেন ঘূত যায় গোলে ॥

কে আগে বলিবে তবে ঘটিল বিষম ।

ক্রমে বৃদ্ধি উভয়ের হইল সরম ॥

উভয়ে কহিতে চায় মুখে না জুয়ায় ।

সরম মুদুই হয়ে উভয়ে ভুলায় ॥

নয়নে নয়নে কিবা ভাবের মাধুরি ।

উভয়ে উভয় হেরি করে লুকাচুরী ॥

স্মরিব পিরীতি তোর রাতি চমৎকার ।

বিধি ভব পরাভব গুণেতে তোমার ॥

প্রণয়ের কাছে লজ্জা কতক্ষণ রয় ।

লাজে লাজ পলাইল ভয়ে গেল ভয় ॥

মহামা বদনে রাগ কহে প্রমোদার ।
 হারিয়াছি কারাগারে রাখিলে আমার ॥
 শুনি সুবদনী কহে শুন গুণমণি ।
 চোর হলে হেন মাজা দিতেম এখনি ॥
 দিবানিশি কারাগারে রাখিতাম তারে ।
 যেন কোন মতে সেই পলাইতে নারে ॥
 ভূমিতো সে চোর নহ হেরেছ কেবল ।
 দিব। রেতে কারাগারে রাখাত নিশ্ফল ॥
 দিবসে সাধীন হয়ে কর হে ভ্রমণ ।
 রজনীতে কারাগারে করিব বন্ধন ॥
 রাগ কহে কারাগারে কালকাল নাই ।
 বিচারে হয়েছি দোষী কিসে রক্ষা পাই ॥
 যাহা হুঙ্গ্র রসময়ী করি নিবেদন ।
 অতিশয় তৃষ্ণায় কাতর মোর মন ॥
 শুনিয়াছি তব কাছে আছে অরোবর ।
 অনায়াসে ত্রাণ পায় সম্ভাপিত নর ॥
 যদি বল ইহা কভু সরোবর নয় ।
 শৈবাল সোপান মীন আদি তাহে রয় ॥
 ইহাতে শৈবাল দেখ ও চাঁচর কেশ ।
 প্রোষ্ঠী মীন তল্য আঁখি সাজিয়াছে বেশ ॥
 বদন শরজ তাহে মরি কিবা শোভা ।
 স্তনযুগ চক্রবাক্ অতি মনো লোভা ॥
 লাবণ্য সলিল কিবা লহুরি তাহার ।
 নিতম্ব সোপান দুটি মরি কি বাহার ॥
 মরি মরি কিবা দৃষ্টি আমার ললাটে ।
 সরোবর তটে থাকি তবু বুক ফাটে ॥

বিধাতা বিমুখ মোরে দঃখেতে ভাসালে ।
 শুকাইল পয়োনিধি আমার কপালে ॥
 হাস্য করি রনবতী কহিছে জীবনে ।
 অবাক্ হলেম আমি তোমার বচনে ॥
 সরোবর আছে বটে সত্য এ বচন ।
 কিন্তু কি রূপেতে জল করিবে ভক্ষণ ॥
 প্রচণ্ড তপন দেখে রক্ষক তাহার ।
 তাহার সাক্ষাতে দেও কি সাধ্য আমার ॥
 অশ্রু চলে দিবাকর করিলে গমন ।
 তাঁর কার্য সুধাকর করিবে গ্রহণ ॥
 কামিনী বান্ধব যেন সেই সুশীতল ।
 না হবেন রুষ্ট তিনি খায়াইব জল ॥
 দিবস থাকিতে বঁধু কভু না পারিব ।
 দাতব্য করিতে কিহে কলুষ লইব ॥
 ক্ষণেক বিলম্ব আর সহেনা হে কভু ।
 আজি ঘর কালি কি পঁদাড তব প্রভু ॥
 যদি ভাগ্য ফলে পাইয়াছি দরশন ।
 অবশ্য পূরিবে আশা চিন্তা কি কারণ ॥
 কি রূপে মিলন হবে না দেখি উপায় ।
 বারেক খাইলে সুধা খধা কি হে যায় ॥
 রায় কহে রসময়ী কিবা তার দায় ।
 যখন হয়েছে আসা করেছি উপায় ॥
 সবার সন্মতি লয়ে রুব দুজনায় ।
 ভেকে ভুলাইয়ে ভূক্ত যেন মধুখায় ॥
 তোমার পিতার প্রিয় যে আছে উদ্যান ।
 সৌরভে আদ্রন করে তৃপ্ত হয় প্রাণ ॥

যাইয়ে রাজার কাছে কৌশল করিয়ে ।
 তোমারে সে উদ্যানেতে যাইব লইয়ে ॥
 থাকিব দুজনে সেথা মনের হরিষে ।
 মনোরথ পুরাইব নিমিষে নিমিষে ॥
 অতএব দেখ ধনী দিবাকর যায় ।
 প্রসন্না হইয়ে মোরে দেহহে বিদায় ॥
 এখনি গে ভূপতির লইব আদেশ ।
 যুচে যাবে যুচাইব অন্তরের ক্লেশ ॥
 যামিনী কহিছে নাথ কি করি এখন ।
 তব প্রেম ডোরে বাঁধা আছে মোর মন ॥
 কেমনে তোমার আমি দিব হে বিদায় ।
 কণেক অদেখা হলে বুঝি প্রাণ যায় ॥
 রায় কহে রসবতী চিন্তা কি কারণ ।
 রজনীতে অবশ্য হে হইবে মিলন ॥
 পর্যাপর ভেবে ধনী কার্য করা ভাল ।
 উতলা হইলে পরে ঘটেত জঁজাল ॥
 এই মতে প্রমোদায় প্রবোধিয়ে রায় ।
 অনুমতি হেতু চলে ভূপতি সভায় ॥
 বনয়ারি লাল রায় বিখ্যাত ভুবনে ।
 শ্রীকালী দমার ভনে আনন্দিত মনে ॥

জীবনের রাজার মিকট গমন ও যামিনীয়ে
 পূর্ণোদ্যানে আনন্দের ।
 প্রবোধিয়ে প্রমোদায়, আনন্দিভ হইয়ে রায়,
 রাজ-পুরে দিল দরশন ।
 উপনীত সভামাজে; হেরে ভূপ কবিরাজে
 ব্যাস্ত হইয়ে সুধান তখন ॥

কহ শ্রুনি বৈদ্যবর, কিরূপ দেখিলে জ্বর,
 রোগ কি হয়েছে নিকৃপণ।
 যদি ঘটে থাকে চিন্তে, তনয়ার রোগ চিন্তে,
 কারাগারে করিব বন্ধন।
 বৈদ্য কহে মহাশয়, ইহাতে না করি ভয়,
 রোগ হইয়াছে নিকৃপণ।
 কিন্তু আছে এক কাজ; যদি কর মহারাজ,
 তবে নীঘু হইবে মোচন ॥
 ক্রমে বৃদ্ধি হবে অয়; সেবন করিলে বায়ু,
 বলিষ্ঠা হইবে দিন দিন।
 ঔষধেতে তবে তার, হবে রোগ প্রতীকার;
 দেখিলাম ব্যাধি যে কঠিন ॥
 কর রাজা প্রণিধান, চাহি মনোহর স্থান,
 যাহে মন রহে স্থলীতল।
 রোগ হবে উপশম, ঔষধের রবে ক্রম,
 নিবেদন করিনু সকল।
 অতএব গুণনিধি, এ রোগের এই বিধি,
 দেখ আগে বিচারিয়ে মনে।
 যদি ইথে মন লয়, তবে পারি মহাশয়,
 নৈলে মোরে রাখহ বন্ধনে।
 শ্রুনি কহে মহারাজ, এনহে কঠিন কাজ,
 — যদি পার বাঁচাতে কন্যারে।
 আছে মোর পুষ্পোদ্যান; দেবের দুর্লভ স্থান,
 সেই স্থানে লয়ে যাও তারে।
 করিলাম অনুমতি; তুমি সদা রবে তথি,
 রবে আর সহচরী গণ।

যখন যা প্রয়োজন, হইবে তার কারণ,
তখন করিবে আবেদন ॥
যদি আরোগিতে নার; তবে নাহি পাবে পার,
যমঘর পাঠাব তখন ।
আমার পণ শুনিরে, দেখ আগে বিচারিয়ে,
তবে যাও তথায় আপনি ॥
বৈদ্য কহে কি ভাবনা, করিয়াছি বিবেচনা,
যবে মোর হলো আগমন ।
যুচিবে মনের ফের, পরেতে পাইবে টের,
যবে হবে ঔষধি সেবন ॥
সম্মতি দিলেন রায়, তবে সখী গণ যায়,
রাণীরে সংবাদ দিল স্বখে ।
রাণী তাহে দিল মায়, যামিনীরে লয়ে যায়,
সখীগণ অধিক কৌতুকে ॥
উদ্যানেতে ছারীগণ, লয়ে অস্ত্র অগণন;
থানা করি কসিল মকল ।
ফিরিতেছে রজপুত, কেবল যমের দূত,
বারেবার বাহিরে কেবল ॥
কি কব উদ্যান শোভা, জগজ্জন মনোলোভা,
স্বরূপ তুলনা নাহি পাই ।
বারেক হলে গমন, রসায় কবির মন,
ধরাতে দ্বিতীয় আর নাই ॥

পুষ্পোদ্যান বর্ণন ।

কিবা পুষ্পবন; অতি সুশোভন, মুকুট হরমণ,
দর্শন করি ।

অতিমনোমীত, আছে সুশোভিত, পুষ্পবিকশিত,
আহা কি মরি ॥

সেকালি পাকুল, কদম্ব বহুল, গন্ধরাজ ফুল;
কি শোভা করে।

গোলাপ টগর, কত নাগেশ্বর, দেখিতে সুন্দর,
অন্তর হরে ॥

কনক চম্পক, তরুলতা বক, কেতকী অশক,
গন্ধ রজনী।

কামিনী সের্তী, মল্লিকা মালতী, হেরিলে যুবতী,
মুখা অমনি।

ঝুমুকা আতস, দোপাটী বাকস, সরস সরস;
ফুটেছে তাতে।

যত কৃষ্ণকেলি, তরুলতা মেলি, করিতেছে কেলি,
মলয়া বাতে ॥

আহা কি উদ্যান, দেব তুল্য স্থান, হেরিলে পরাণ,
বিকল করে।

ফুটি কত ফুল, করিছে আভুল; সৌরভে দুহুল,
নারীর হরে ॥

যত মধুকর; ক্ষুধায় কাতর; ফুলের উপর;
গুঞ্জে বসি।

কোকিল নিকরে, স্বমধুর স্বরে, ডাকে মাখি পরে,
রসেতে রসি।

আছে কড়পংক, বিরহি কিপংক, লক্ষ করি লক্ষ,
উড়িছে ঝাকে।

গায় নানা গীত, অতি মূলনিত; হৃদয় মোহিত,
হতেছে ডাকে।

কাকাতুরা নুরী, ময়ূর ময়ূরী, নিত্য করে ঘুরি,
পুছ বিস্তারি ।

সারস চন্দনা, খঞ্জন মদনা, কাজলা নয়না,
বসেছে সারি ॥

রুত বুলবুলি, ডালে দুলিদুলি, ছাড়িতেছে বুলি,
অতি উল্লাস ।

চাতক কান্তরে, বিমান অধরে, ডাকে জলধরে,
জলেরি আশে ॥

আছে শুক সারী, বসি সারি২, কহিবারে নারি;
কতই শোভা ।

ছাড়ি মিষ্ট তান, করিতেছে গান, শুনিলে পরাণ,
অমনি লোভা ॥

আছে সরোবর, অতি মনোহর, লহরি সুন্দর,
খেলিছে তার ।

নির্ভয় অন্তরে, নানা জলচরে, চারি ধারে চরে,
না ভাবেন্দায় ॥*

শ্বেত রক্তপীত, পদ্ম বিকসিত, ভ্রমরা গুঞ্জিত,
মধুর তরে ।

অতি কুতূহলে, দলে দলে দলে, মধু খায় বলে,
ক্ষুধার ভরে ॥

উদ্যান ভিতর, অতি মনোহর, অট্টালিকা ঘর,
কি শোভা তার ।

কিবা চমকিত, ফটিকে, নিমিত, তুলনারুহিত,
ধরায় আর ॥

সে নিকুঞ্জবন, হেরিয়ে মদন, ছাড়ে নিকেতন;
(জ) কান্তারে লয়ে ।

আসি এই কনে, অতি কষ্ট মনে, রহিল দুজনে,
শু কল হইবে ॥

জীবন যামিনীর পুষ্পোদ্যানে গমন
এবং বিবাহ ।

চারি সখী সঙ্গে লয়ে যামিনী জীবন ।
পুষ্পবনে উত্তরিল প্রফুল্লিত মন ॥
করেতে করেতে ধরি ভ্রমে অনিবার ।
কোথার সে গেল রোগ চিহ্ন নাহি তার ॥
এতেক সে পুষ্পবন মূনি মনোভোভা ।
এমোদ এমোদা তাহে প্রকাশিছে শোভা ॥
রসে তনু ডগ মগ না সরে বচন ।
কামে কাঁপে যেন চাঁদে লাগিল গ্রহণ ॥
ভাবে মনে কতক্ষণে দিবাকর যায় ।
কতক্ষণে দিবাকর প্রেমসী আনয় ॥
অতপ তাপেতে দক্ষ হইবে কোম জর ।
ছায়া হেরি কতক্ষণ সে কিরণে রণ ॥
ক্ষুধিতে যদিপি সুখ করে দরশন ।
কতক্ষণ রহে বল না করি ভক্ষণ ॥
পুনিরে এমোদা কহে রোয করি হলে ।
বিবাহ হইলে আর ঘর নাহি চলে ॥
ওহে কান্ত শান্ত হও ভ্রান্ত কি কারণ ।
ক্ষুধা পেলে কেবা করে দ্বি করে ভক্ষণ ॥
বলিতে কহিতে দিবা করিল গমন ।
রজনী সজ্জনী হইবে দিল দরশন ॥
ফুল ভুলি সখীগণে গাঁথে ফুল হার ।
সৌরভে ব্যাকুল করে কি তার বাধার ॥

গরবে করবী ফুলে গাঁথিতেছে ঝাপা ॥
 কেহ বা সাজায় খোপা সুখে তুলি টাঁপা ॥
 কেহ বা করিল কত ফুলের ভূষণ ॥
 সুবর্ণ মানিল হারি করি দরশন ॥
 ফুলের মসারি আর ফুলের আসন ॥
 ফুলের বাসর আদি কৈল সখীগণ ॥
 কি ছার সে ফুল ধনু কত ফুল তার ॥
 এ ফুলে হেরিয়ে ফুলে পলার লজ্জার ॥
 আনন্দ সলিলে ভাসি পরে সখীগণ ॥
 উভয়ে সে ফুল লয়ে করে সুশোভন ॥
 নাগর নাগরী দোহে সাজিলেন ভাল ॥
 বাসরে বসিল সুখে যর করি আন ॥
 হেনকালে ফুল হার আনে সহচরী ॥
 লজ্জিতা হইল তাহে হেরিয়ে সুন্দরী ॥
 ঈষৎ হাসিয়ে তবে কহিছে জীবন ॥
 কেন প্রিয়ে বসনেতে ঢাকিলে শব্দন ॥
 এখন এ সাজ না'হি সাজে বিনোদিনী ॥
 না হতে প্রণয় লাভ হইলে মানিনী ॥
 স্বভাবে অভাব হলে মরি হায় হায় ॥
 দেখাইলে নব ভাব পুয়সী আমায় ॥
 হেঁট মুখে শশিমুখী হাস্য করি কর ॥
 ওহে রসরাজ এই মানেরি সময় ॥
 এই হোতে মানধনে করে আবাহন १০
 চির দিন মানে মানে রব অনুক্ষণ ॥
 মধুমাখা বাক্য শুনি রসিক সৃজন ॥
 হরিয়ে কুসুম হার করিল গ্রহণ ॥

লজ্জাক্রপ কলূপের ছুটে গেল কল ।
 উভয়ে আনন্দে করে কুসুম বদল ॥
 মনামল সশীতল হল শুভক্ষণে ।
 বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ হল সুখের মিলনে ॥
 যুড়াল চাতকী পূর্ণ মিলন সলিলে ।
 মনোমত কত লীলা করে দোহে মিলে ॥
 জীবন যামিনীর উদ্যান ভ্রমণ এবং বিলাস ।
 মনোমত বিনোদিনী পাইয়ে বিনোদ ।
 নব নব রসে নিত্য করেন আনন্দ ॥
 কভু বা নিকুঞ্জে রয় কভু বা পুসাদে ।
 যখন যা মনে হয় করেন আহ্লাদে ॥
 এক দিন বৈকালেতে পুরসীর সনে ।
 ভ্রমণ করেন সুখে কুসুম কাননে ॥
 ফুলে তুলি উভয়েতে করে ফল খেলা ।
 নানা মতে করিতেছে নব রসে মেলা ॥
 পুসাদে পুসাদে ধরী পুসাদার করে ।
 স্বভাবের মোহিত হয়ে কন মৃদুস্বরে ॥
 ওহে পুরে দেখিতেছ এই জলাশয় ।
 নিতান্ত জানিহ ইহা সরোবর নয় ॥
 তব অকলঙ্ক মুখ হেরিয়ে নলিনী ।
 মনো দুখে নেত্রনীরে হল সংবাহিনী ॥
 সেই জলে হইয়াছে এই সরোবর ।
 ভাসিছে জলেতে পদ্ম দুখে নিরন্তর ॥
 যে জন না জানে ভাব সে ভাবে অন্যায় ।
 বলিলাম সত্যভাবে পুরসী তোমায় ॥
 বস্তু কুল কুটিয়াছে উদ্যানে তোমার ।

সকলে লুটেছে তব লাবণ্য ভাণ্ডার ॥
 মনোহর অধর করিয়ে দরশন ।
 বান্দুলী কিঞ্চিৎ রাগ করিল হরণ ॥
 চোর কোথা সুখে রহে পরধন হরি ।
 দেখ ওর কত সাজা ঘটেছে সুন্দরী ॥
 বিধাতা সাধিল বাদ সুখেতে তাহার ।
 করিয়াছে ঐ ফুলে মারিছ আহার ॥
 চম্পক হরিয়ে ছিল তোমার বরণ ।
 মধুহীন বিধাতা করিল একারণ ॥
 গোলাপ হেরিয়ে গগু গগুগোল করে ।
 উচ্চ হয়ে কুটে ঘোর অহংকার ভরে ॥
 বিধাতা হেরিয়ে দর্প হইয়া বিব্রত ।
 কাঁটা দিল সেই পথে কণ্টকে আধৃত ॥
 হরে ছিল তিল ফুল নাশার আভাস ।
 তাই তিল নাম বিধি করিল পুকাশ ॥
 তোমার দশন শোভা করি নিরীক্ষণ ।
 করে ছিল কুন্দ ফুল কিঞ্চিৎ হরণ ॥
 চোরের কেমন সাজা দেখ চন্দ্রাননী ।
 শিবের অপূজ্য হল পূজায় অমনি ॥
 নয়নে হেরিয়ে পুিয়ে তব করতল ।
 আপনি সে জবাফুল হইয়ে বিকল ॥
 নম্র ভাবে হরে ছিল ভাবিয়ে বিপদ ।
 দেখ দেখ তাই তার বাড়িয়াছে পদ ॥
 ভব পারাবারে তার ইয়েছে উপায় ।
 উঠিয়াছে আশুতোষ মোহিনীর পার ॥
 ভাবিনী শুনিয়ে ভাব ভাবে গলে পড়ে ।

আদরে পতির হাত চেপে ধরে রড়ে ॥
 সোহাগে পতিরে বলে সুখাং শুভদনী ।
 ওহে নাথ তুমি হও ভাব শিরোমণি ॥
 অবলা রমণী আমি কিবা বুদ্ধি বল ।
 দাসীরে অধিক বলা নিষ্ফল কি বল ॥
 এই যতে দুই জনে করেন ভ্রমণ ।
 স্বভাবের ভাব যত করি দরশন ॥
 ভ্রমর ঝঙ্কার করে গুণ গুণ স্বরে ।
 কোকিল ললিত রবে গায় সারি পুরে ॥
 মোহিত হইয়ে ধনী কান্ত পুতি কয় ।
 ওহে বঁধু ইকি ধূনি শুনি মধুময় ॥
 যে রব পূর্বেতে বোধ হইত অনল ।
 এখন হৃদয় তাহে হতেছে শীতল ॥
 আজ কেন পুষ্পবন এত মোনহর ।
 ধরেচে বিপুল সোভা কহিতে বিস্তর ॥
 বুদ্ধি তবাগম হয় ইহার কারণ ।
 সকলে তোমার যশ করিচে কিস্তন ॥
 রায় কহে বিনোদিনী শুন সে কারণ ।
 আজ যাহে এত সোভা ধরে পুষ্পবন ॥
 তোমার কাঞ্চন কাঙ্ক্ষি বিমল বরণ ।
 পুষ্পবন পূর্বে নাহি পোত দরশন ॥
 সোভা সিকিবার তার সাদ ছিল মনে ।
 অক্ষম হইয়ে ছিল তব অদর্শনে ॥
 তোমার এখানে আসা নাহি ছিল আশা ।
 সদত দুঃখিত ছিল হইয়ে নৈরাশা ॥
 বিধি সানুরুল হলো ওদের রোদনে ।

তোমার আনিয়ৈ দিল এই পুষ্পবনে ॥
 ঘরে বসে দেখা পেয়ে মিটে গেছে দুঃখ ॥
 তাই হাস্য করি সবে করিচে কৌতুক ॥
 অনুপামা পুরসী হে তব ভুজদ্বয় ॥
 কোমল কমল তার তল্য নাহি হয় ॥
 ব্যাজন সময়ে মরি কিবা সোভা তার ॥
 নিরন্তর হয়ে থাকে কঙ্কন ঝঙ্কার ॥
 ভ্রমণ বিরলে পেয়ে শিখেছিল যাহা ॥
 আজি ধনী তোমারে হে দেখাইছে তাহা ॥
 এই যে করেছে মুখে ধনি গুণ গুণ ॥
 সুক্স পূর্ণ গাইতেছে তব পুন্ম গুণ ॥
 আর দেখ পিকবর বসি সাথি পরে ॥
 তব স্বর শিখিতেছে হরিষ অন্তরে ॥
 তুমি যা বলিছ তাহা করিয়ে শ্রবণ ॥
 কুহু ছলে অভ্যাস করিছে ও এখন ॥
 এবনে বাহারী শোভা করিছে পুচার ॥
 কেহ চোর কেহ শিষ্য পুরসী তোমার ॥
 রসিকা রসিল রসে রসিকের ভাষে ॥
 ভাবের সাগরে দোহে আনন্দেতে ভাসে ॥
 কুমারীর দেহ রথ অতি সুশোভন ॥
 সারথী যুবক তাহে কৈল আরোহণ ॥
 নানা ছলে বাহুবলে চালায় সে রথ ॥
 স্বভাবের ভাবে হলো পূর্ণ মনোরথ ॥
 জীবনের রাজ্যর সহিত মৃগয়ার গমন ॥
 নিভা নিভা রসময় রসময়ী সঙ্গে ॥
 অজিবার ভাসিছেন কৌতুক তরুণে ॥

মধ্য মধ্য ভূপতির পুরে আগমন ।
 খীয় পিয় পুত্রবৎ ভাবেন রাজন ॥
 সুখ্যাতি হইল ক্রমে রাজ্যেতে পুচার ।
 বশে বশ সব লোক হইল তাহার ॥
 সকল কর্মেতে রাজা করে আবাহন ।
 ক্রমেতে জীবন তার হইল জীবন ॥
 একদিন নরপতি লইয়ে জীবনে ।
 মৃগয়া করিতে গেল হরিষে কাননে ॥
 বনে বনে করে রাজা মৃগ অন্বেষণ ।
 মৃগ নাহি কোন্ বনে পায় দরশন ॥
 দৈবাধীন মৃগ এক যায় পলাইয়ে ।
 নৃপতি দেখিয়ে তাহা চলিল ধাইয়ে ॥
 পরাভব হল রাজা পলাল হরিণ ।
 ক্ষুধায় ব্যাকুল চিত্ত অঙ্গ হল ক্ষিণ ॥
 দিবা অবসান হৈল আইল যামিনী ।
 অসিত পক্ষের নিশি ধান্ত তমসিনী ॥
 যন গণে ঘটা করি করিছে গজ্জর্জন ।
 মধ্য মধ্য সৌদামিনী দেয় দরশন ॥
 চারি দিগে ঘোরাকার অতি ভয়ঙ্কর ।
 ঝাঁ ঝাঁ রবে ঝিল্লীগণ ডাকে নিরন্তর ॥
 থর থর কাঁপিতেছে যত লোক জন ।
 ভূপতি চিন্তিত অতি করেন রোদন ॥
 রাজার স্বভাব দেখি কহিছে জীবন ।
 ধৈর্য্যধর মহারাজ চিন্তা কিকরণ ॥
 আপনি উতলা হলে তবে পাবে ভয় ।
 তাহাতে ঘটিবে মন্দ ওহে সদাশয় ॥

এই মতে নৃপতিরে বুঝায় কুমার ।
 যামিনীর হেতু মনে ভাবয়ে অপার ॥
 নাজানি আমার তবে জাগিয়ে যামিনী ।
 মম অদর্শনে প্রাণ ত্যজিবে যামিনী ॥
 তিলেক অন্তর হলে গণিত প্রমাণ ।
 এখন কেমনে আছে না জানি সম্বাদ ॥
 হয় কেন আইলাম ভূপতির সনে ।
 কতই পুন্মোদা চিন্তা করিতেছে মনে ॥
 এই রূপে চিন্তা করে কুমার জীবন ।
 পুকাশ করিতে নারে দুঃখে দহে মন ॥

যামিনীর খেদ ।

হেথায় যামিনী ধনী নাগরের আশে ।
 আশাপথ হেরিতেছে কতক্ষণে আসে ॥
 সখীগণ সবেমেলি সে নাগর তরে ।
 পুষ্পতুলি মালা গাঁথি রাখেন থরে থরে ॥
 কেহ যায় যামিনীর করাইতে বেশ ।
 কেহ যায় সমতনে বিনহাতে কেশ ॥
 কেহ যায় নয়নেতে সুঁপিতে অঙ্গন ।
 কেহ যায় হস্ত পদ করিতে সাজন ॥
 কবরী বন্ধনে কিবা বেণী শোভা পায় ।
 বেন কুণ্ডলিনী হয় ফণী আছে তার ॥
 অন্য সহচরী তার কবরী হেরিয়ে ।
 পুষ্প আনি তদুপরি দিলেন ঘেরিয়ে ॥
 তাহে কি হইল শোভা আহা মরি মরি ।
 যেন মণি ধক ধক করে তদুপরি ॥

(২৪)

নাগরের তরে বেশ করিয়ে সুন্দরী ।
 রাখিলেন আশাপথে নয়ন পুহরী ॥
 এই আসে এই আসে বলিয়ে যামিনী ।
 আশাপথে রহিলেন হয়ে চাতকিনী ॥
 অন্ধ নিশি এই রূপে করিল গমন ।
 হেরিয়ে যামিনী দুঃখে করিছে রোদন ॥
 বল বল ওগো সখী কি উপায় করি ।
 দেখ দেখ প্রভাতা হইল বিভাবরী ॥
 ধর ধর এত জ্বালা আমারে না সহে ।
 জ্বর জ্বর হল প্রাণ তাহার বিরহে ॥
 বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ হয়ে করিছে দংশন ।
 ছিঁড়িল পুবোধ তাগা না মানে বারণ ॥
 কণ্ঠাগত হল বিষ কি উপায় করি ।
 দুঃখ পেয়ে দলনা করিছে মন করি ॥
 কত সুখ দিত আগে ও চন্দ্র গগন ।
 এখন বর্ষণ যেন করিছে অনল ॥
 কেননে জীবন রহে না ছেরে জীবনে ।
 এখনি তাজিব পুণ যাইয়ে জীবনে ॥
 প্রভাত পুন্যাদ দায় হল পুনোদায় ।
 ওই দেখ সুখ নিশি পোহাইয়ে যায় ॥
 আসিবেন পুণনাথ আশা ছিন্ন মনে ।
 দিননাথ করিলেন নৈরাশ একণে ॥
 যামিনীর ভাব হেরি সখীগণ কয় ।
 কি কারণে চিন্তাশ্রিতা হলে অতিশয় ॥
 আসিবেন গুণমণি ওগো বিনোদিনী ।
 সর্বোন্নত জন্ম গতা হইল যামিনী ॥

তুমি যত তাঁর তরে ভাবিতেছ ধনী ।
 সে কিগো নিশ্চিত আছে শুধাংশুবদনী ।
 বুঝি কোন কার্যসূত্রে হয়েছে বন্ধন ।
 আসিবেন যুবরাজ চিন্তা কি কারণ ॥
 সখীর বচন শুনি কহে রসবতী ।
 ওগো সখী বুঝা গেল সে জনের মতি ॥
 এই কি তাহার বল পুণয়ের দ্বারা ।
 কাননে কামিনী রাখি পুণে করে সারা ॥
 কহিতে দুঃখের কথা বেড়ে ওঠে খেদ ।
 না হতে পুণয় লাভ ঘটিল বিচ্ছেদ ॥
 যদি না আসিবে জান নিষ্ঠুর রতন ।
 তবে কেন সাজাইলে এত অকারণ ॥
 ভষণে ভষিত করে দিয়াছ আমার ।
 সে ভষণ শূল হয়ে হানিতেছে কার ॥
 পুষ্প আনি রাখিয়াছ করিয়ে যতন ।
 সে পুষ্প নাগর বিনে করিছে দহন ॥
 সেই দহনেতে আমি বিধিমতে জ্বলি ।
 পাতোক তাদের গুণ শুন তবে বলি ॥
 বকুল ব্যাকুল করে সেখন বিহনে ।
 নাগ পায় নাগেশ্বর দংশায় বদনে ॥
 যে ফুল রেখেছ হেথা নামেতে অশোক ।
 সে কেন আমারে সখি বাড়িতেছে শোক ॥
 ইনিতো পুধান ফুল নামেতে গোলাপ ।
 নাগর বিহন রোগ বাড়ায় পুলাপ ॥
 মরিগো পুলাপে এক চাঁপায় কাঁপায় ।
 শূল সম বুম্কায় চুম্কায় কাঁপায় ॥

পদিন পেয়ে দীনা দেখে রজনীগন্ধায় ।
 রজনী সজনী পেয়ে অমনি দক্ষায় ॥
 সকলে বুঝাতে পারি কি কঠিন জাতি ।
 ইহরে জ্ঞানায় বুঝি নাহি রহে জাতি ॥
 আর দেখে সহচরী কাষ্ঠমল্লিকায় ।
 আপনার রীতি গুণে করে কাষ্ঠপায় ॥
 বিচ্ছেদ বিকার রোগে নিষ্ঠুর দোপাটি ।
 দোপাটি দশনে বুঝি লাগায় কপাটি ॥
 কামিনী নামেতে কুল কামিনীর কুল ।
 সে হল সময়ে সখি কামিনীর শূল ॥
 জবায় দিতেছে ওই জবাব আমার ।
 না আসিবে পুণনাথ ভাবেতে বুঝায় ॥
 দেখে দেখে সৌরভ ছুটিল অতসির ।
 আর কি আসিবে নাথ হল নত শির ॥
 ওগো সখি ধর ধর যত অলঙ্কার ।
 বিঘনরী হল গলে বিঘনরী হার ॥
 শুনিয়াছি লোক মুখে শাস্ত্রের বচন ।
 হলাহল ত্রিপুরারি করিল ভঞ্জন ॥
 আমার হৃদয়ে বাস করে সেই হর ।
 বাঁপিয়ে পড়িছে হর তাহার উপায় ॥
 এবিধ খাইতে ভব হল পরাভর ।
 বুঝিলাম শাস্ত্র কথা নহেত সম্ভব ॥
 এঁচারি পুহর নিশি রুহিব কেমনে ।
 সময় পাইয়ে দুঃখ দেয় শত্রিগণে ॥
 দেখে কত জ্ঞান সৈয়ে পেয়েছিনু তার ।
 জ্ঞানার সে দায় বধি ঘুটিল আমার ॥

এতশুনি সখীগণ কহিছে অমনি ।
 নূতন পুমেতে ব্রতী হইছে আপনি ॥
 একদণ্ড সহেনাক বঁধুর বিচ্ছেদ ।
 নাজেনে পুনের তত্ত্ব করিতেছ খেদ ॥
 এইতো পুতুষ তব পুনের দিবসে ।
 কত দুঃখ পেতে হবে পুন্ময় রসে ॥
 একান্ত যদিপি ধনী থাকিতে নাপার ।
 উপায় করেছি মোরা শুন বলি সার ॥
 পিরীতি পুতিমা এক করিয়ে নির্মাণ ।
 মদনে মনের সুখে দেহ বলিদান ॥
 গভীরা যামিনী হলে হবে শুভযোগ ।
 তার পরে দেহ ভোগ পুন্ম কর্মভোগ ॥
 বিচ্ছেদ আছতি দেহ শুনহ বিধান ।
 দক্ষিণান্ত দেহ মনে হয়ে যজ্ঞবান ॥
 পড়োনা ধরায় আর পাতিয়ে অঞ্চল ।
 দশা দেখে আমাদের জ্বলে দুঃখানল ॥
 কমলের কচি পাতা আনে সখীগণ ।
 বিছাইল নিভাতে পুন্ম ছতাসন ॥
 এই মতে বিনোদিনী যুড়াতে জীবন ।
 অসার ভাবিয়ে মনে করিল শয়ন ॥
 রাজার স্বদেশে আগমন ।
 রজনী পুতাতা ইল যুচে গেল ভয় ।
 রাজ্যেতে আসিয়ে রাজা ইইল উদয় ॥
 জীবন ভাবিছে মনে যুচিবে জজ্ঞাল ।
 অগ্রভাগে যামিনীর বাসে জাওয়া ভাল ॥
 নিশির সংবাদ তারে করিব জ্ঞাপন ।

অকলঙ্ক মুখ হেরি যুড়াইবে মন ॥
 এত ভাবি মনে মনে হইয়ে চিন্তিত ।
 পুরসীর মন্দিরেতে হল উপনীত ॥
 দেখে ধনী নিদ্রাভরে আছে অচেতন ।
 উঠাইতে সখীগণ করিল বারণ ॥
 নাগরের সাড়া পেয়ে উঠিল যামিনী ।
 ঐষৎ নয়ন মেলি চাহে বিনোদিনী ॥
 মুম ঘোরে রাঙ্গা আঁখি করে ছল ছল ।
 উখলিল মানসিঙ্কু হইয়ে পুবল ॥
 বদনে বসন টানি দিল চন্দ্রাননী ।
 অভিমান সলিলেত ডুবিল অমনি ॥
 ক্রোধ ভরে রসরাজে নাকরে সম্ভাস ।
 কাদাতে নাগর বরে বাড়িল উল্লাস ॥
 যামিনীর ভাব হেরি ভাবক অবাক্ ।
 কি বলিলে কি বুঝিবে নাহি সরে বাক্ ॥
 সাহসে করিয়ে উর সম্ভাসে জীবন ।
 ততই মানিনী মানে হইল মগন ॥
 মাননয়ী অভিমান আর নাহি সাজে ।
 কি রূপে বিরূপ হলে মনোহর সাজে ॥
 ঢাকিয়াছ বিধুমুখ বসনের ছাঁদে ।
 আহামরি গ্রহণ লেগেছে যেন চাঁদে ।
 দর দর করে জল নলিন নয়নে ।
 থর থর কাঁপিতেছ ক্রোধ ছত্ৰাশনে ॥
 গর গর মান ফণী করিছে গজ্জন ।
 জর জর হল পুণ না সহে দংশন ॥
 হর হর হরে বিষহরী বিষ ধনী ।

কর কর পুতীকার কুরঙ্গ নয়নী ॥
 তোল তোল চাঁদমুখ রাখ রাখ পূর্ণা ।
 দেখ দেখ যামিনী হইল অবসান ॥
 ঝর ঝর ঝরিতেছে ঘর্ম বিন্দু বিন্দু ।
 মরি মরি সুখায়েছে ওষদন ইন্দু ॥
 শশী বিনে নিশির কি শোভা কভু হয় ।
 অলি বিনে নলিনীর শোভা নাহি রয় ॥
 বাস বিনে কখন না শোভে অলঙ্কার ।
 গলদেশ নাহি শোভে বিহনেতে হার ॥
 পয়োধর বিনে নারী শোভা নাহি পায় ।
 যুগ্মুর বিহনে শোভা পায় কি হে পায় ॥
 তাই বলি তব শুধামাথা বাক্য বিনে ।
 কখন কি শোভে পুংসবল না এদীনে ॥
 জানিতাম নিরন্তর শরল অন্তর ।
 সে ভাবে হইতে কেন হইলে অন্তর ॥
 হেরিতে তোমার কেশ আশায় মজিয়ে ।
 এসেছিল ভুজঙ্গিনী ঘন সঙ্কে নিয়ে ॥
 বসনে ঢেকেছ নাহি পোয়ে দরশন ।
 মনোদুঃখে ক্রোধে দোহে হইয়ে মগন ॥
 কণী গেল মান হয়ে তব কলেবরে ।
 দংশার আঘাত অঙ্গে অতি ক্রোধভরে ॥
 ঘন কাঁদে বৃষ্টিহলে পোয়ে মনোদুঃখ ।
 নীলাঘরী হয়ে শেষে ঢাকিয়াছে মুখ ॥
 তব অঁকলক্ষ মুখ হেরিবার আশে ।
 শশধর উদয়তো ছিলেন আকাশে ॥
 কোন ক্রমে নাহি পোয়ে মুখ দরশন ।

মনোদুঃখে নিশানাথ করিছে গমন ॥
 ক্রদভাবে পরিহারি নমুভাব ধর ।
 তবেত শোভিবে ভাল তব পায়োধর ॥
 কুরঙ্গী আসিয়ে ছিল হেরিতে নয়ন ।
 কিন্তু তুমি তাহারে না দেখালে এখন ॥
 সেই অপমানে ফিরে গেল হে কুরঙ্গী ।
 কাননে ফিরিছে সদা হইয়ে কুরঙ্গী ॥
 তোমার কর্ণের দর্প করিয়ে শ্রবণ ।
 গৃধিনী আসিয়ে ছিল হেরিতে শ্রবণ ॥
 বাসে ঢাকা কর্ণ তব গৃধিনী না হেরে ।
 আকাশ ভাবিয়ে সদা আকাশোতে ফেরে ॥
 সুখে শুক এসেছিল হেরিবারে নাসা ।
 কিন্তু তুমি তাহার না পূরাইলে আশা ॥
 আসামাত্র সার হল আসা না পূরিল ।
 অপমানে বৃক্ষের কোটরে লুকাইল ॥
 অধর হেরিতে বিষ় সাদ করি মনে ।
 এসেছিলে পুয়সিহে তোমার সদনে ॥
 মানমেঘে তবাধর বিবর্ণ দেখিয়ে ।
 অহঙ্কারে কাটিয়ে পড়িছে দেখ পুয়সে ॥
 শুনিবারে পুয়সিহে তব মধুস্বর ।
 বড় আশে এসেছিল দুর্ঘট পিকবর ॥
 শ্রবণে নৈরাশ হয়ে হয়ে ক্রোধান্বিত ।
 আমারে দিতেছে গালি ওই যথোচিত ॥
 একবার কথা কও তোলোহে বদন ।
 কোকিলে সন্তুষ্ট কর আমার কারণ ॥
 মানে মিয়মাণী দেখে আপনি কন্দর্প ॥

মমপাশে করিতেছে কত সতে দর্প ॥
 বিশেষত কুচশস্ত্র হৃদয়ে তোমার ।
 বাসে ঢাকা আছে বলে এত জোর তার ।
 দিগম্বরে দিগম্বর করছে এখন ।
 মম কর বিলুদল হইলে শোভন ॥
 অতনু অতনু ডরে হবে পরাজয় ।
 তবে ঘটে যাবে মোর দুঃখ সমুদয় ॥
 অনুগত দোষী হলে মহতে কি ধরে ।
 দোষ ছাড়া কেবা আছে সংসার ভিতরে ॥
 তথাপি হে কোন দোষে নাহি হই দোষী ।
 মিছা দোষে দোষী করি কেন রহ রোষী ॥
 কথা কও কথা কও তোল চাঁদ মুখ ।
 আশ্রিত জনেরে কেন দিতেছ হে দুঃখ ॥
 প্রমিকের রসাভাসে রসিল কাশিনী ।
 আর কি রহিতে পারে হইয়ে মানিনী ॥
 মনেতে বাড়িছে সাধ প্রকাশিতে মারে ।
 প্রমাদ ঘটিল বড় মান অনুসারে ॥
 নয়নে লজ্জিতা অতি অনুর ব্যাকুল ।
 সম্ভাস করিতে নারে মান হল শূল ॥
 তাবক বুঝিয়ে ভাব প্রফুল্ল অনুর ।
 মান মূগ বধিতে লইল ধনুঃশর ॥
 সম্ভান পরিষে চাহে ছাড়িতে সে তীর ।
 লজ্জা পেয়ে কহে ধনী হইয়ে অস্থির ॥
 দিবসে হরিণ বধা যুক্তি সিদ্ধ ময় ।
 নিশিতে বধিহ নাথ নাহি লজ্জা ভয় ॥

প্রায় কহে বিনোদিনী কেন ভাব দুঃখ ॥
 এখনি হইবে লভ্য নামা মতে সুখ ॥
 দিবসে বধিলে প্রিয়ে যদি পাই সুখ ॥
 ইথে কেন ভিন্ন মত হয়ে দেহ দুঃখ ॥
 আমার কি সাধ নাই দিবসে বধিতে ॥
 দিবসে পাইলে শশী কি কাজ নিশিতে ॥
 রাসিকা টলিল ভাবে স্বভাবের ভাবে ॥
 দপতী আনন্দে রহে প্রণয় প্রভাবে ॥
 রাণী কর্তৃক নৃপসন্নিধানে যামিনীর বিবাহ
 প্রসঙ্গ এবং গৃহে আনয়ন পরামর্শ ॥
 যামিনী হইল সুস্থ নাহি কোন রোগ ॥
 দিন দিন মনো মত পেয়ে নব ভোগ ॥
 প্রথমা যৌবনী তাহে পেয়ে পতি সঙ্গ ॥
 দিন দিন বাড়িতেছে রূপের তরঙ্গ ॥
 কন্যার আরোগ্য দেখি রাণী সাধ্যাসতী ॥
 আনন্দের নাই সীমা প্রকুল্লিতা অতি ॥
 এক দিন ভূপতিরে হাস্য করি কয় ॥
 উদ্যানে তনয়াধনে আর রাখা নয় ॥
 আরোগ্য হয়েছে রোগ পাইয়াছে বল ॥
 গৃহে এনে সে রতনে হই হে শীতল ॥
 বৈদ্যেরে বিদায় কর দিয়ো নানা ধন ॥
 তাহা হতে কন্যা মোর পাইল জীবন ॥
 যদ্যপি রহিতে চাহে রাখ দরবারে ॥
 কবিরাজ সমবন্ধু নাহি এ সংসারে ॥
 যদি ধাতা কাচালেন যামিনী রতনে ॥
 বিবাহের চিহ্ননাথ করছে একণে ॥

কার মনে আশা ছিল বাঁচিবে যামিনী ।

সুদূর বাঁচাইলা কালী দেখিয়ে দুঃখিনী ॥

রাণীর বচনে রাজা আনন্দে মগন ।

পরেতে সভায় আসি দিন দরশন ॥

পাত্র মিত্রগণে সব কহিল রাজন ।

যামিনীর বিবাহের কর আয়োজন ॥

জ্যোতিষিকে আজ্ঞা দিল দিন দেখিবারে ।

আসিবেন সেই দিনে যামিনী আগারে ॥

জীবন বসিয়েছিল সকল শুনিল ।

শিরে যেন বজ্রাঘাত ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥

পরে রাজা জীবন বিনয় করি কন ।

তব গুণে পাইলাম যামিনী রতন ॥

যেক্ষণ করিলে তুমি মম উপকার ।

ধরাতে নাহিক দ্রব্য দিতে পুরস্কার ॥

যে ধন চাহিবে তুমি তাহা আমি দিব ।

সে কথা লঙ্ঘন আমি কভু না করিব ॥

বৈদ্য কহে মহারাজ নাহি আশা ধনে ।

হয়েছে অধিক লাভ তব দরশনে ॥

যামিনী আরোগ্য হল এলাভ বিস্তর ।

মম আশা পূর্বে বলিয়াছি গুণাকর ॥

এই মত নৃপতিরে বলিল কুমার ।

মনেতে উথলে কিন্তু শোক পারাবার ॥

কণেক বসিয়া তথা রহিল জীবন ।

পরে ধনী পাশে দুঃখে করিল গমন ॥

জীবন যামিনী উভয়ের পলায়ন ।

বিরাহের কথা শুনিল নৃপতি তনয় ।

দুঃখ মনে উত্তরিল পুষ্পসী আলস ॥
 রীতিমত বাক্যানাপ না করে জীবন !
 রাজার বচন বাণে দুঃখেতে মগন ॥
 পুষ্প অনামন দেখি পুষ্পসী সুধায় !
 আজি কেন রম্য হীন দেখি রসরায় ॥
 নিত্য নিত্য কত স্নত করিতে সন্তাস !
 কি লাগিয়ে উৎকর্ষিত বল হে নিরাস ॥
 রায় কহে শুধামুখী কি ক্ষতি তোমার !
 যে ক্ষতি সে ক্ষতি মোর যন্ত্রণা অপার ॥
 শুধাইলে তকে শুন শুভ সমাচার !
 অবশ্য তাহাতে আমি পাব পুরস্কার ॥
 আরোগ্য হয়েছে তুমি দেখিয়ে রাজন !
 তব বিভা দিতে তাঁর হয়েছে মনন ॥
 গিয়াছে ঘটক সব দেশ দেশান্তরে !
 তোমারে যাইতে হবে অন্তর ভিতরে ॥
 ইহাতে তোমার পুরে কিছু হানি নাই !
 মনোমত পাইবে হে সুন্দর গোসাঞি ॥
 মিছামিছি বাক্যে আর পুরোজন নাই !
 হাসিয়ে বিদায় দেহ দেশে চলে যাই ॥
 ধনী কহে কি বলিলে ওহে গুণমণি !
 তোমার এবাক্য মোর ছল কালকর্ণী ॥
 ইকি কথা অসম্ভব কহিবার নয় !
 রহস্য করিছ কিহে সত্য রসময় ॥
 রায় কহে মম বাক্য অলিক তাহিলে !
 সত্য হলে কি করিবে নরপতি দলে ॥
 ধনী কহে মার পাশে করিব ঘোষণা !

কিছুদিন পশুপতি করিব অফ্রনা ॥
 তা হলে বিলম্ব কিছু হবে গুণমণি ॥
 উপায় করিব পরে যা হয় তখনি ॥
 রাজপুত্র বলে পুরে মোরে মজাইবে ॥
 নৃপতির মনে যোর সন্দেহ হইবে ॥
 মনে মনে রাজ্য করিবেন বিবেচনা ॥
 ইহাতে বৈদ্যের কিছু আছয়ে সটনা ॥
 বিভা শুনি কেবা কোথা রহে দুঃখভরে ॥
 পঞ্চম বর্ষের শিশু সুখে নৃত্য করে ॥
 ভেবে দেখ তুমি তাহে হয়েছ যৌবনী ॥
 একথা শুনিলে রাজ্য বুঝিবে অমানি ॥
 শুনিয়ে যামিনী কহে করহে উপায় ॥
 অবলা সরলা মোর বুদ্ধি না জু যায় ॥
 যদ্যপি এ দায়ে নাথ উদ্ধারিতে নার ॥
 এখনি ত্যজিব পুণ বলিলাম সার ॥
 এতক বচন শুনি কহিছে জীবন ॥
 ইহার উপায় এক আছে হে এখন ॥
 ইহা ভিন্ন অন্য আর না দেখি বিধান ॥
 থাকিতে যামিনী চল করি হে পুরাণ ॥
 মম রাজ্যে উত্তরিব না রহিবে ভয় ॥
 সখীগণ ঘেন নাহি জানে সমুদয় ॥
 উত্তম বলিয়ে ধনী সুখে দিল সময় ॥
 ননোমত বিলাসেতে মদ দুজনায় ॥
 মনো অভিলষিত করিতে গোপনা ॥
 কপট নিদ্রায় মোহে হল অচেতন ॥
 দাসীগণ এত দেখি সমাধিরে কান ॥

শয়ন আগারে গেল করিতে বিশ্রাম ॥
 তদন্তর দেখে উঠে কঁমার জীবন ।
 দ্বারি আদি সকলেতে আছে অচেতন ॥
 এত দেখি পুলকিত হইল জীবন ।
 ধিরে ধিরে অশ্বশালে করিল গমন ॥
 বাছি বাছি মনোমত নিল দুই হর ।
 উদ্যানেতে পুনরায় হইল উদয় ॥
 ছাড়িতে উদ্যান ধনী নাহি পারে আসে ।
 বারেক বাহিরে যায় পুন ফিরে আসে ॥
 বিশেষত মায়াভরে না চলে চরণ ।
 কি করে কহিতে নারে পুণর কারণ ॥
 ধন্যরে পিরিতী তোর পদে নমস্কার ।
 তব হেতু নাহি হয় ভয়ের সঞ্চার ॥
 অবলা পুবলা হয় ক্ষত করে রক্ত ।
 ইচ্ছা হয় তোর আশি পোড়াইব অঙ্গ ॥
 যেমন মদন হল হর কোপে ছাই ।
 সেই মত ছাই তোরে করিবারে চাই ॥
 বিলম্বেতে পরমাদ ভাবি নৃপরায় ।
 করে ধরি যামিনীরে অশ্বেতে বসায় ॥
 উভয়ে সোয়ার হয়ে মারিল চাবুক ।
 তীরসম বেগে যায় দেখিতে কৌতুক ॥
 কত দেশ এড়াইল কতশত বন ।
 পক্ষদিগে রক্ত ছবি দিল দরশন ॥
 জীবনের বারি অন্বেষণে গমন ।
 পুড়াতা হইল নিশি গেল অন্ধকার ।
 জীবন যামিনী দোহে যায় অনিবার ॥

নগরের মধ্য দিয়ে না করে গমন ।
 কানন ভিতরে অশ্ব চালায় সঘন ॥
 ক্রমেতে বাড়িল বেলা হল দ্বিপুহর ।
 ক্ষিণাক্ষী হইল ক্ষিণ কাপে থর থর ॥
 তৃষিতা হইল ধনী না সরে বচন ।
 শুকাল পুকুল মুখ ভাসিছে নয়ন ॥
 দুখ ক্ষেণোপমা শয্যা না ক্লুচিতো মনে ।
 অশ্ব রাখি ভূমীতলে রহিল শয়নে ॥
 মৃদুস্বরে সকাতরে পতিপুতি কর ।
 ওহে নাথ বারি বিনে পুণ নাহি রয় ॥
 বারি অন্বেষণ কর রাখ হে জীবন ।
 নতুবা কাননে আজি ঘটিল মরণ ॥
 পুয়সীর ভাব হেরি ভাবিত জীবন ।
 নবীন পল্লব ভাঙ্গি করয়ে বর্ষজন ॥
 কিঞ্চিৎ শীতলা ধনী হইল তাহাতে ।
 বারি অন্বেষণে রায় চলিল দুরাঁতে ॥
 রায় কহে স্থির হও সুধাংশু বদনী ।
 এনে জল তুষা দূর করিব এখনি ॥
 নিভয়ে তরুর তলে কর হে শয়ন ।
 এখনি আনিব বারি চিত্তা কি কারণ ॥

ধনাঢ্য রাজা কর্তৃক যামিনী হরণ ।
 এই মতে পুনোদায় বুঝায়ে কুমার ।
 সরোবর অন্বেষণ করে স্নানিবার ॥
 নিকটে সলিল বিন্দু দেখিতে না পায় ।
 ক্রমেতে চলিল দূরে ভাবি অনুপায় ॥
 এখানে যামিনী ধনী বনে একাকিনী ।

পতি তরে কাননেতে কাঁদিছে কামিনী ॥
 কোথা নাথ কিরে এলো জলে কাজ নাই ।
 না হেরিয়ে চাঁদমুখ পরিজ্ঞান নাই ॥
 আনিতে গিয়েছ বারি আগিবে এখনি ।
 বিলম্ব দেখিবে পাণ কাঁদিছে অমনি ॥
 এইরূপ বিনোদিনী কানন ভিতরে ।
 হা নাথ হা নাথ বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 হেনকালে সেই বনে ধনাঢ্য রাজন ।
 এসেছিল একেশ্বর সৃগয়া কারণ ॥
 দূরে হতে কামিনীরে করি দরশন ।
 অবাক হইল তার হেরিয়ে বরণ ॥
 হেরিয়ে তাহার ভাব ভাবিছে অন্তরে ।
 একাকিনী কে কামিনী কানন ভিতরে ॥
 হা নাথ হা নাথ বলি করিছে রোদন ।
 বুঝি পতি ছাড়া ধনী হয়েছে এখন ॥
 পতি তরে বিনোদিনী কাঁদিতেছে দুঃখে ।
 হেনকালে নরপতি আইল সন্মুখে ॥
 পর পতি দেখি সতী কাঁপে থর থর ।
 দ্বিগুণ পুবল হল চিন্তারি সাগর ॥
 ভ্রূয়ার সমুদ্রে বাস অধ কৈল শির ।
 ভয়ে কিঙ্ক হৃদয়েতে হুঁতেছে অস্থির ॥
 জিজ্ঞাসে ধনাঢ্য রাজা মধুর বচনে ।
 কে তুমি রূপসী কেন আইলে কাননে ॥
 যে দেখি তোমারি রূপ কহিবীরে নারি ।
 সত্য পুকাশিয়ে বল হও কার নারি ॥
 আলু থালু বেশা কেশা হেরি কি কারণ ।

কিদুখে হইয়ে দুঃখী করিছ রোদন ॥
 রাজা যত জিজ্ঞাসিছে ধনীর গোচর ।
 তাহার বচনে রামা না দেয় উত্তর ॥
 ক্রমে জোর করি রাজা কহিছে বচন ।
 নিরব বচনে মোর হলে কি কারণ ॥
 যদ্যপি না দেহ ধনী মোরে পরিচয় ।
 এখনি ঘটবে মন্দ জানিহ নিশ্চয় ॥
 কম্পান্বিতা হ'ল বালী তাহার বচনে ।
 বিধাতার বিড়ম্বনা মনে মনে গণে ॥
 নিরব হইয়ে থাকা যুক্তি নহে আর ।
 কি জানি ঘটবে মন্দ এ যে দুরাচার ॥
 বিনয়ে কহিছে ধনী মৃদুস্বরে অতি ।
 বারি অনেষণ হেতু গিয়েছেন পতি ॥
 বিলম্ব দেখিয়ে তাঁর ধৈর্য্য নহে মন ।
 এই হেতু কাননেতে করি যে রোদন ॥
 শুনিয়ে ধনাঢ্য রাজা হাস্য করি কর ।
 এইহেতু রসবতী দুঃখী অতিশয় ॥
 আর কি তাহার তুমি পাবে দরশন ।
 অনুভব করি ধনী হবে সেই জন ॥
 দেখিলাম চক্ষে যাহা শুন সে কারণ ।
 করিছে পুরুষ এক বাঘেতে ভক্ষণ ॥
 বোধ করি সর্ষাপ সে করেছে আহার ।
 তার চিহ্ন বিনোদিনী পাওয়া আর ভার ॥
 যক্ষকের বাক্য রামা করিয়ে শ্রবণ ।
 কদলি তরুর সম হইল পতন ॥

হা নাথ ত্যজিয়ে কোথা গেলোহে আপনি ।

জলে হলে জল সোই ওহে গুণমণি ॥

যামিনীর ভাব হেরি দুর্গতি রাজন ।

হস্ত ধরি ভূমী হৈতে কৈল উত্তোলন ॥

একেতো পতির শোকে হয়েছে কাতর ।

পরপতি স্পর্শ হৈতু কাঁপে থর থর ॥

বিনয়ে কহিছে ধনী যুড়ি দুই কর ।

ওহে মহাশয় মোরে হও কৃপাকর ॥

অবলা শরলা আমি তাহে একাকিনী ।

বিশেষত নাথ বিনে হৈনু অনাথিনী ॥

আমারে ত্যজিয়ে তুমি নিজকর্মে যাও ।

প্রচণ্ড মর্তও তাপে কেন দুঃখ পাও ॥

হাসিয়ে দুর্গতি কহে দুঃখ কি আমার ।

তোমারে হেরিয়ে হল আনন্দ অপার ॥

তব অকলঙ্ক মুখ করি নিরীক্ষণ ।

আতপ তাপেতে তাপী হয় কিহে মন ॥

বদ্যপি তোমার পতি হয়েছে নিধন ।

তার জন্য রসবতী চিন্তা কি কারণ ॥

এসহে আমার সনে মম নিকেতনে ।

প্রধানা মহিষী করি রাখিব মতনে ॥

এদেশের নরপতি আমি রসবতী ।

ইহাতে দুঃখিতা কিছু নাইও যুবতী ॥

ধন্যচোর বাক্য শুনি ধনী ভাবে মনে ।

কি করি উপায় আর দুজ্জয় কাননে ॥

বঝিলাম বিধাতার যত বিড়ম্বনা ।

আমার কপালে দিল বৈধব্য যন্ত্রণা ॥

স্বামী গেল কুল সহ এবে যায় ধর্ম ।
 ধন্যরে দারুণ বিধি এই তব কর্ম ॥
 শুনিয়াছি রানায়ণে বাল্মীকি লিখন ।
 এইরূপ হয়েছিল জানকী হরণ ॥
 হায় হায় একি দায় কি করি এখন ।
 এমন দুরাত্মা আমি না দেখি কখন ॥
 পতিশোকে মম অঙ্গ হল জ্বর জ্বর ।
 সীতল না সিতে দুর্ভাগ হইল তৎপর ॥
 অস্বীকার যদি হই তবে হবে মন্দ ।
 নাশিবে সতীত্ব ধর্ম জোরে করি দ্বন্দ ॥
 যাহা হউক যাওয়া ভাল দুরাত্মার মনে ।
 পরেতে নাশিব প্রাণ চাতুরি সাধনে ॥
 মনোভাব মনে মনে করিয়ে গোপন ।
 ধনাঢ্যের সঙ্গে চলে শোকে দহে মন ॥
 নিজ অশ্বে আরোহণ করি যায় ধনী ।
 পতিশোকে পাগলিনী হল চন্দ্রাননী ॥

যামিনীর খেদ ।

পতিশোকে বিনোদিত, ক্রমে হল পাগলিনী,
 অশ্ব হতে হইল পতন ।
 অন্তরে অনল যার, সে কি সুস্থ রহে আর,
 কিসে ভাব রহিবে গোপন ॥
 শিরে করাঘাত করে, ডাকিতেছে উচ্চৈঃস্বরে,
 কোথা নাথ দেহদরশন ।

সিংহের রমণী হয়ে, শৃংগালে যাইছে লয়ে,
একি দুঃখ হয় সম্বরণ ॥

কোথাগো জননী মোর, বিপদ ঘটেছে ঘোর,
তব তনয়ারে দেখ এসে ।

বিপাকে পরাণ যায়, কারে কব হায় হায়,
অকুল সাগরে যাই ভেসে ॥

কোথা পিতা মহাশয়, দেখা দেহ এসময়,
যামিনীর দিন ফুরাইল ।

নাহি হবে দেখা আর, দেখা দেহ একবার,
মনোদুঃখ মনেতে রহিল ॥

কোথা ওহে সূর্যপতি, করিষে করুণা অতি !
মম শিরে হান বজ্রাঘাত ।

কোথা হর গজাধর, দাসীর যন্ত্রণা হর,
শূলঘাতে করহ নিপাত ॥

এপাশে কি আছে জাণ, নাশিনু পতির প্রাণ,
হার জল পিপাসার তরে ।

ধিকরে পরাণ ধিক, কি আর কব অধিক,
এখন রয়েছ দেহ ঘরে ॥

অম সমা অনাথিনী, কোন রাজার নন্দিনী,
কোথায় না হয় দরশন ।

যার তরে খন জন, করিলাম বিসর্জন,
সেই জন হারালে জীবন ॥

ছাড়িয়ে গেলেন পতি, এবে হেরি কি দুর্গতি,
সতীত্ব না রহে বৃষ্টি আর ।

কোথারে দারুণ বিধি, এই কি তোমার বিধি,
দিলে ভাল যন্ত্রণা অপার ॥

ধনাঢ্য রাজা যামি নীকে প্রবোধ দেয় ।

ধনাঢ্য নৃপতি রায়, মৃদু মৃদু হাসি তায়,

কহিছেন শুন ধনী বলি ।

রোদনে কি পুয়োজন, কর শোক সম্বরণ,

ভেবে দেখ অনিত্য সকলি ॥

শুন শুন চন্দ্রাননী, নেত্র সুদি দেখ ধনী,

অখিল ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার ।

তুমি আমি আর সব, সকলি হইব শব,

ভেবে দেখ কিছু নহে সার ॥

ছাড় ছাড় মনো দুঃখ, আনন্দ পুনোদ সুখ,

যতদিন পারহে করিতে ।

ভতদিন ভাল ভাল, নিকট হইলে কাল,

তিলেক না দিবে হে থাকিতে ॥

অতএব হে সুন্দরী, শোক সম্বরণ করি,

চল চল মম অধিকার ।

অচিন্তা নগর দেশ, না রবে চিন্তার লেশ,

কত সুখ বাড়িবে তোমার ॥

দুষ্টের বচন বাণে, জ্বর জ্বর হয়ে পাণে,

পতিশোকে সতী অচেতন ।

ধনাঢ্য বুঝায় যত, বিলাপ বাড়িয়ে তত,

ধরাপরে করিল শয়ন ॥

জীবনের যামিনী অদর্শনে খেদ !

অন্য এক বনে গিয়ে, জীবন জীবন নিয়ে,

অভিশয় ত্বরিত গমনে ।

উপনীত সেই বনে, যে বনে যামিনী ধনে,

গিয়েছিল রাখিরে যতনে ॥

সে বনে আসি জীবন, নাহি পায় দরশন,

ভাবে মনে এ কানন ময়।

বৃক্ষের নিশানা ছিল, নিকটে গিয়ে হেরিল,

সেই বন হইল নিশ্চয় ॥

চারিদিকে সে কাননে, ভ্রমে অশ্ব আরোহণে,

যামিনীরে না হেরে নয়নে।

নিশ্চয় ভাবিল মনে, খল বনজন্তুগণে,

নিধন করেছে সেই ধনে ॥

দেখি রায় নিরুপায়, সদা করে হায় হায়,

ভাবে কিসে পাইব সন্ধান।

দক্ষ হয়ে শোকানলে, অশ্ব হতে ধরাতলে,

পড়িলেন হইয়ে অজ্ঞান ॥

ডাকিয়ে করে রোদন, কোথা ওহে পুয়জন,

জীবন এনেছি তব তরে।

কোথা আছ লুকাইয়ে, পুণ্য রাখ দেখা দিয়ে,

তুপ্ত হও বারি পান করে ॥

হয়েছি কাতর অতি, শুন ওহে রসবতী,

দয়া কি হলনা তব মনে।

তব অদর্শনে পুণ্য, বিদরিয়ে যায় পুণ্য,

দেখ আসি হেরিয়ে নয়নে।

ওহে বিধি নিদারুণ, আমারে করিতে খুন,

কামিনীকে লইলি হরিয়ে।

কি আর বলি অধিক, পোড়া বিধি দিক দিক,

অবিচার কর কি লাগিয়ে ॥

শুন ওহে পুণ্যপুয়ে, যাওহে আমারে নিয়ে,

যথা কুমি গিয়েছ চলিয়ে।

নতুবা তাজিব দেই, নাহিক কোন সন্দেহ,

যদি মোরে না যাও লইয়ে ॥

তিলেক অদেখা হলে, ভাসিতে নরন জলে,

ভাবিতেহে পুলয় সমান ।

এখন বুঝিহে পুরে, পাষণে বেঁধেছ হিয়ে,

তেঁই মোর না কর সন্ধান ॥

ভূমিত রাজার বাল্য, না জান দুঃখের জ্বালা,

মরি মরি কে বাদ সাধিল ।

বুঝি কোন নিশাচরী, বনে পেয়ে একেশ্বরী,

তব পুণ হরণ করিল ॥

নাহি যাব নিকেতনে, বেড়াইব বনে বনে,

যতদিন না পাব তোমার ।

ততদিন হেথা রব, নতুবা হইব শব;

জীবন ধারণে কিবা দায় ॥

বুঝি কোন খলজন, তোমারে কৈল হরণ;

একাকিনী পাইয়ে মির্জনে ।

শত্রু হাতে সুঁপিবারে, পুরে আমি কি তোমারে,

আনিয়ে ছিলাম এই বনে ॥

কি করি কোথায় যাই, এ জ্বালা কোথা নিভাই;

ভেবে কিছু না পাই এখন ।

পুনরে দুর্ঘট শমন, আমারে কর হরণ,

যামিনীরে করেছ যেমন ॥

হয়ে উন্মাদে পুর, লুপ্ত হয়ে ধুলায়,

সদা ডাকে কোথা পুণধন ।

তব লাগি মরি মরি, আনিয়ে হৃদয়ে পরি,

জীবনের জুড়াও জীবন ॥

তোমারে হেরে স্বপনে, ভ্রমিয়ে ভ্রমিয়ে বনে;

পাইলাম শুক পাকি তরে ।

ভুমিহে আমার লাগি, হয়েছিলে সর্বভাগি,

মনে মনে জ্বর ছলা করে ॥

জীবনের দ্বিতীয়বার খেদ ।

নৃপ নন্দন ভ্রমণ করে বনে ।

হল চঞ্চল না হেরে পিয়ুজনে ॥

বনজন্তুগণে সুখায় যতনে ।

হারে কেহ কি দেখেছ পুণধনে ॥

করুণা কর না কর ছলনা হে ।

পুণ নাহি রয় বিনে নলনা হে ॥

কহে তরুগণে অতি শোকভরে ।

যদি দেখে থাক বল কৃপা করে ॥

অতি উচ্চ দরশন সদা কর ।

তাই সুখাই বিনয়ে যুড়ি কর ॥

গিয়ে পুষ্পবর্নে ভাসে আখি জলে ।

অতি গজ্জিয়ে নিন্দিয়ে খেদে বলে ॥

তোরা হেরিয়ে পিয়ের রূপ ছটা ।

নিলি হরিয়ে সকলে করি ঘট ॥

করে ভাগ নিরেছ সেক্রপ ডালি ।

সুদ্র আমার অন্তরে দিলি কালি ॥

সখীগণ কর্তৃক রাণীর নিকট যামিনীর

পলায়ন সংবাদ ।

যামিনীর সহচীর সকলে গিলিয়ে ।

নিত্য কর্ম করিতেছে পুভাতে উঠিয়ে ॥

রাখি যামিনীর মুখ পুঙ্খানুপুঙ্খ বারি ।

নিদ্রাভঙ্গ করাইতে গেল এক নারী ॥
 দেখে যে যামিনী নাই শয়ন আগারে ॥
 পালঙ্ক রয়েছে পাড়ি বাসর মাঝারে ॥
 হেরিয়ে মনেতে বড় আশ্চর্য্য হইরে ॥
 সখীদের কাছে সখী কহে বিবরিরে ॥
 অঙ্গ কাঁপে সহচরী কহিতে ডরাই ॥
 ঠাকুখী সয়নাগারে পালঙ্কেতে নাই ॥
 শুনিয়ে আশ্চর্য্য কথা তাড়াতাড়ি করি ॥
 যামিনী বাসরে এল যত সহচরী ॥
 দেখিল গমন চিহ্ন ছিন্ন ভিন্ন ঘরে ॥
 শুদ্ধ হয়ে কারো মুখে বাক্য নাহি সরে ॥
 কেহ বলে যামিনী গিয়াছে বহির্দেশে ॥
 কেহ বলে এ কথায় দুখে মগ্নি হেসে ॥
 কেহ বলে নহে সত্য তোমার ও কথা ॥
 জীবনের বাসে গেছে নহেতো অন্যথা ॥
 কেহ বলে সে বাসেতে ঘাওয়াইতা উচিত ॥
 থাকিলে উত্তম বটে নহে বিপরীত ॥
 সুমতীয় বাক্যে তবে সুরঙ্গী তরাসে ॥
 সন্তর করিয়ে গেল জীবনের বাসে ॥
 দেখে যে জীবন নাই বাসেতে তাহার ॥
 অবাক হইল অতি হেরি রুদ্ধদার ॥
 ভয়েতে কাতর হয়ে সখীদের পাশে ॥
 সুরঙ্গী আসিয়ে কহে মৃদু মৃদু ভাষে ॥
 শুন সোই জীবনের বাসেতে যাইরে ॥
 দেখিলাম সেজো নাই গিয়াছে চলিবে ॥

শুনি সখীদের মুখে না সরে বচন ।
 জানা গেল কোঁছে করিয়াছে পলায়ন ॥
 নৃপতি শুনে যদি এই সমাচার ।
 তখনি যে সবাকারে করিবে সংহার ॥
 একণেতে চাই যদি রাখিতে জীবন ।
 চল শীঘ্র রাণীরে জানাই বিবরণ ॥
 যাহা হক রাণী করিবেন বিবেচনা ।
 এখানে বিলম্বে সখী কি কল বলনা ॥
 এত ভাবি সখীগণ কঁদপিতে কাঁদিতে ।
 রাণীর মন্দিরে গেল সজল আঁখিতে ॥
 সখীদের ভাব হেরি কহে রাজ রাণী ।
 কি লাগি চঞ্চল এত শীঘ্র বল বাণী ॥
 রাণীর বচনে সখীগণ কাঁপে ডরে ।
 কি কহিবে কি বুঝাবে বাক্য নাহি সরে ॥
 কহিতে ডরাই নাগো থেমে দহে মন ।
 যামিনীর অদ্য নাহি পাই দরশন ॥
 ছিলেন যুমায়ে মোরা যামিনী যোগেতে ।
 যামিনী গেছেন চলি বৈদ্যের সঙ্গেতে ॥
 কিছু নাহি জানি মোরা এসব ঘটন ।
 নিখ্যা যদি কহি হবে নরকে পতন ॥
 ইহা শুনি মহারাণী অতি তরাবিতা ।
 কুসুম কাননে আসি হৈলা উপস্থিতা ॥
 দেখিল তনয়া নাই করে হায় হায় ।
 ধরায় লোটাই রাণী ধরে রাখা দায় ॥
 রাজার যামিনী অন্তরে সৈন্য পৌরণ ।
 কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী কন্যার কানন ॥

একবারে রাজপুরে দিল দরশন ॥
 সভাস্থ সকল লোকে হল চমৎকার ।
 রাজা ভাবে ইকি দায় ঘটিল আমার ॥
 রাণীর করেছে ধরি শাশু নৃপজ্ঞান ।
 অন্দর ভিতরে তবে আনিল আপনি ॥
 রাণী কহে প্রাণনাথ কি কাজ ভুবনে ।
 এখনি ত্যজিব প্রাণ যাইয়ে জীবনে ॥
 রাজা কহে কি কারণ হলে উন্মাদিনী ।
 শাশু বিবরিষে বল ওহে বিনোদিনী ॥
 রাণী কহে কি বলিব দুঃখে দহে প্রাণ ।
 যামিনী বৈদ্যের সনে করেছে প্রয়াণ ॥
 এত শুনি নরপতি হইল অজ্ঞান ।
 ডুবিল কলঙ্ক নীরে ধন প্রাণ মান ॥
 ক্রোধে হতাশন প্রায় হইল ভূশতি ।
 ঘুরিছে নয়ন দুটি আরক্তিম অতি ॥
 রাণীরে রাখিয়ে রাজা বাহিরে আইল ।
 রাজার ক্রোধেতে সভা কাঁপিয়ে উঠিল ॥
 অতি ক্রোধে মন্ত্রিবরে কহে মতিমান ।
 যামিনী বৈদ্যের সনে করেছে প্রয়াণ ॥
 আনহ ব্রহ্মরূপে কে ছিল উদ্যানে ।
 তখনি নাজির গিড়ে সবে ধরে আনে ॥
 মার মার করে রাজা কাঁপিছে সঘন ।
 এমনি মারিল মুক্ত রাখিল জীবন ॥
 শেষে রাজা অজ্ঞান দিল যত সৈন্যগণে ।
 অশ্বলয়ে চারি দিগে যাওহে একগণে ॥
 যেখানে দেখিতে পাবে করিবে বন্ধন ।

,নহিলে সবার শির করিব ছেদন ॥
 রাজার আদেশ পেয়ে অশ্বারোহিগণ ॥
 চারি দিগে ভরা করি করিল গমন ॥
 ভূপতির আদেশেতে অশ্বারোহিগণ ॥
 চারিদিগে অতি বেগে করে অব্বেষণ ॥
 ওখানে জীবন নাহি পেয়ে শ্রিয়জন ॥
 ভ্রমিয়ে ভ্রমিয়ে বনে করিছে রোদন ॥
 কানন ত্যজিয়ে শেষে নগরেতে যায় ॥
 সন্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠ দেখিবারে পায় ॥
 দেখিল অন্তর হতে করি নিরীক্ষণ ॥
 যেন দুই অশ্ব আছে বৃক্ষেতে বন্ধন ॥
 কাঁদিছে রমণী এক পড়িয়ে ধুলায় ॥
 সন্মুখে বসিয়ে এক যুবক বুঝায় ॥
 ইহা দেখি নৃপ-সুত অধিক সত্বরে ॥
 সেইদিগে বেগে ধায় দৃষ্টিত অন্তরে ॥
 ক্রমেতে নিকট যত হইল জীবন ॥
 দেখিল যামিনী পড়ে করিছে রোদন ॥
 শেষে উত্তরিল আসি প্রেয়সীর পাশে ॥
 পতিরে দেখিয়ে ধনী নেত্র-নীরে ভাসে ॥
 খনাঢ্য রাজারে দেখি জিজ্ঞাসে জীবন ॥
 কে তুমি এ নারী লব্ধে কর পলায়ন ॥
 কাননে গিয়েছি আমি বারি অব্বেষণে ॥
 ওরে দুই মম দারা হরেছ কাননে ॥
 এখনি পাঠাব তোরে শমন-নগর ॥
 নতুবা ত্যজিয়ে যাহ শুনরে পায়ন ॥
 জীবনের বাক্য শুনি খনাঢ্য রাজন ॥

ক্রোধে কম্পান্বিত হয়ে কহিছে বচন ॥
 করে তুই মরণের উষধি কেঁদেছ ।
 আগত হয়েছে কাল নিকটে এসেছ ॥
 আমি লয়ে যাইতেছি আপন ভাষায় ।
 তুমি কেন কেঁদে মর একি ঘোর দার ॥
 ফের যদি কণা কহ কেরেতে ফেলিব ।
 শমন ভবনে তোরে আমি পাঠাইব ॥
 এত শূনি জীবন হইল ক্রোধান্বিত ।
 তিরস্কার ধনাটোরে করে যথোচিত ॥
 ক্রমেতে উভয়ে ভাল সময় বাদিল ।
 পতির বিপদে ধনী কাতরা হইল ॥
 নৃপ সুত, গুণযুত, মজবুত, রণে ।
 করে জোর, মুখে সোর, অতি ঘোর, মনে ॥
 নৃপবরে, জোরে ধরে, ধরা পরে, ফেলে ।
 মারে কিল, লাগে খিল, বলে দিল, ফেলে ॥
 চটাচট, ঘটঘট, পটাপট, শব্দ ।
 ময়দান, কম্পবান, যত বাণ, শুদ্ধ ॥
 এইরূপে, যুদ্ধ কূপে, দুই ভূপে, ময় ।
 কেহ পারে, নাহি পারে, হারাবারে, যত্ন ॥
 নৃপসুত, রোষযুত, পেরে জুত, ধরে ।
 শেষে বুকে, চাপা সুখে, ফেলে দুখে, পারে ॥
 বুকে চাপি দম্প করি কহিছে জীবন ।
 ওরে বেটা কেটা তোরে রাখিবে এখন ॥
 যত বল করোছিল ফুরাল সকল ।
 এখন উচিত মতে দিব প্রতিকল্প ॥
 হেনকালে রণস্থলে অম্মারোহিণী ॥

উপনীত হল আসি সদাশ শমন ॥
 রদন কিরায়ে রাখ করে নিরীক্ষণ ॥
 নৃপতির অতিপুত্র বুদ্ধিল জীবন ॥
 অতি উচ্চৈঃস্বরে বহু শুন সৈন্যগণ ॥
 এইবেটী যামিনীরে করিল হরণ ॥
 এখানে পাইয়ে দেখা যুদ্ধ করি কত ॥
 পাড়েছে রণেতে শেষে বল হয়ে হত ॥
 শীঘ্র করি তব অসি দেহ মন করে ॥
 এখনি লইব পুণ কেবা রক্ষা করে ॥
 দেখা পোয়ে হরষিত অশ্বারোহিগণ ॥
 ত্বরাত্বর তরবার করিল অর্পণ ॥
 সেই তরবার ধরি ত্বরায় জীবন ॥
 মহাক্রোধে তার মুণ্ড করিল ছেদন ॥
 মরিল ধনাঢ্য রাজা ভাসিল কুখিরে ॥
 ধন্য ধন্য করে সতী আপন পতিরে ॥
 পারে তার মুণ্ডহস্তে করিয়ে ধারণ ॥
 যামিনী সহিত যায় সঙ্গে সৈন্যগণ ॥
 চিন্তায় ব্যাকুল কিঙ্ক না চলে চরণ ॥
 ক্রমে রাজপুরে আসি দিল দরশন ॥
 ভূপতি বসিয়ে আছেহয়ে কম্পবান ॥
 হেনকালে কাটামুণ্ড করিল পুদাম ॥
 যামিনীরে লয়ে গেল সবে রাণীপাশে ॥
 তনয় পাইয়ে রাণী আত্মদেহে ভাসে ॥

অশ্বারোহি কর্তৃক রাজার যামিনী হরণ
 বৃত্তান্ত অবগ এবং জীবনের পুতি

ক্রোধ পরিত্যাগ ।

হেরে বৈদ্যেরে তখন, হেরে বৈদ্যেরে তখন ।

কাটরে কাটরে শির কহিছে রাজন ॥

বুঝি ভূপতির মতি, বুঝি ভূপতির মতি ।

বিনয়েতে নৃপসূত কহিছে ভারতী ॥

ও হৃদয় অবতার, ও হৃদয় অবতার ।

অবিচার কর্ত্তে বধ এ কোন বিচার ॥

মোর নাহি কোন দোষ, মোর নাহি কোন দোষ ।

অধীন জনার পুতি কেন কর রোষ ॥

আগি কব আর কার, আগি কব আর কার ॥

পর উপকার করি মম পুণ যার ॥

রাজা শুনিয়ে বচন, রাজা শুনিয়ে বচন ।

কিবা উপকার তুমি করেছ দুজ্জন ॥

শুনি কহিছে জীবন, শুনি কহিছে জীবন ।

কিবা ফল মোর মুখে করিয়ে শ্রবণ ॥

এবে জিজ্ঞাস রাজন, এবে জিজ্ঞাস রাজন ।

দেখিয়াছে নয়নেতে অশ্বারোহিণী ॥

এত করিয়ে শ্রবণ, এত করিয়ে শ্রবণ ।

অপাঙ্গেতে সৈন্য পানে চাহিল রাজন ॥

বুঝি রাজার অন্তর, বুঝি রাজার অন্তর ।

বিবরিষে সৈন্যগণ বনে যুড় কর ॥

অবধান নরপতি, অবধান নরপতি ।

কহিব সকলে মোর যথার্থ ভারতী ॥

মোরা অশ্ব আরোহণে, মোরা অশ্ব আরোহণে ।

অনুেষণ করিতেছি নানা বনে বনে ॥

হেনকালে আচম্বিত, হেনকালে আচম্বিত ।

দেখিলাম কবিরাজ রণেতে মোহিত ॥
 এই ছিন্ন শির যার, এই ছিন্ন শির যার ॥
 হারিয়ে লইয়ে ছিল সুতারে তোমার ॥
 অস্ত্র করিয়ে ধারণ, অস্ত্র করিয়ে ধারণ ॥
 শেষেতে জীবন এর বধিল জীবন ॥
 বাজা কবিরাজ ধন্য, রাজা কবিরাজ ধন্য ॥
 এমন সুযোদ্ধা মোরা নাহি দেখি অন্য ॥
 এত করিয়ে শ্রবণ, এত করিয়ে শ্রবণ ॥
 ছিন্ন শির নরপতি করে দরশন ॥

জীবনের ছদ্মবেশ প্রকাশ ॥
 সৈন্যের কচনে রাজা হইল শীতল ॥
 জীবনে লইল ক্রোড়ে চক্ষে বহে জল ॥
 ওরে বাছা জীবন রহিল মনে কালী ॥
 না জানিয়ে তোরে কত দিবেছি গালি ॥
 তোমার এখার আমি সুখিতে নারিব ॥
 তোমারে কখন আমি নাহি ছেড়ে দিব ॥
 জীবন শুনিরে কহে ষোড় করি কর ॥
 আমি তব চিহ্নিত জানিহ দগুধর ॥
 অধীনে এতেক বলা সম্ভব না পার ॥
 চিরদিন মত আমি বিকাইনু পার ॥
 রাজা কহে বশ বাছা শুনি সে কারণ ॥
 কি রূপে কাননে তুমি করেছিলে রণ ॥
 তুমি মহা রাজপুত্র যুদ্ধ জান নাই ॥
 ক্রমেনে সাহস হল শুনিবারে চাই ॥
 রাজার খচর শুনি নৃপতি নন্দন ॥
 হাল্য করি নৃপবরে করে নিবেদন ॥

যুদ্ধের সংবাদ শুনি মুখালে এখন !
 কিন্তু পরিচয় দিতে নাই সরে মন ॥
 রাজা বলে পরিচয় কিবা আছে ভয় ।
 শূন্য আশায়ে তুমি দেহ পরিচয় ॥
 হেটু মুখে নৃপ পোশে কহিছে জীবন ।
 শূন্য রাজা অধীনের যত বিবরণ ॥
 কর্ণাট নগর পতি তেজপুঞ্জ রায় ।
 তাহার নন্দন আমি শূন্য নর রায় ॥
 ধন জন পরিজন ভাবিয়ে অশার ।
 তপস্যায় রত মন ছিল অনিবার ॥
 এখানে আগিয়ে যবে হৈনু উপস্থিত ।
 যামিনীর রোগ শুনিলাম আচম্বিত ॥
 লোকে বলে অসাধ্য হয়েছে সেই জ্বর ।
 এই হেতু আইলাম তোমার গোচর ॥
 তব শ্রদ্ধা জন্মাইতে দিনু পরিচয় ।
 তইলাম সভামাঝে বৈদ্যের তনয় ॥
 পরিচয় শুনি রাজা আশ্চর্য হইল ।
 শুদ্ধ হয়ে ক্ষণকাল অননি রহিল ।
 গুরে বাছা জীবন ক্ষমিবে মোর দোষ ।
 কতুই বলেছি নন্দ না করিহ রোষ ॥
 তব পিতা যত নৃপতির শিরোমণি ।
 তব আগমন হেতু মনে ধন্য গণি ॥
 যদি বাছা বাচাইলে যামিনী রজন ।
 এখন কাহারে আমি করিব অপণ ॥
 কৃপাকরি যামিনীকে করহ গ্রহণ ।

ইথে ভিন্ন মত বাছা না হয় কখন ॥

শুনিয়ে জীবন ছলে নৃপতির কয় ।

মম অভিলাষ বলিয়াছি মহাশয় ॥

সংসার ধর্মোতে আর নাহি লয়নন ।

ইচ্ছা আছে কিছু দেশ করিব ভ্রমণ ॥

রাজা কহে ও কথায় নাহি প্রয়োজন ।

বিভা যদি নাহি কর তাজিব জীবন ॥

রাজার স্বভাব দেখি নৃপতি তনয় ।

ভাল বলি দিল মায় প্রকুল হৃদয় ॥

রাজার রাণীর নিকট গমন ও জীবন

যামিনীর বিবাহ ।

পুলক অন্তরে রাজা অন্দরেতে যায় ।

রাণী ক্রোড়ে যামিনীরে দেখিবারে পায় ॥

তনয়ায়ে ক্রোড়ে রাজা নিলেম তখন ।

যামিনী পিতারে হেরি করয়ে রোদন ॥

শেষে রাজা মহিষীরে কহে বিবরণ ।

শুনিয়ে মহিষী ইল আশ্রাদে মগন ॥

রাজপুরে আনন্দের সীমা আর নাই ।

বিবাহের আয়োজনে মাতিল সবাই ॥

বিবিধ বাজনা বাজে বর্ণিবারে নারি ।

আনন্দে মগন হল যত কুল নারী ॥

পরে শুভ দিন রাজা করি নিক্কপণ ।

অকাতরে দীন জনে করে বিতরণ ॥

শুভ দিনে শুভক্ষণে সুবিস্ত রাজন ।

জীবনে যামিনী ধন করে সমপণ ॥

বাঙ্গর বর্ণিতে মোর পুথি বেড়ে যায় ।

বিশেষতঃ বর্ণনা করেছি সমুদয় ॥
 জীবন যামিনী দোহে প্রকাশ্য মিলনে ।
 নিরবধি এক স্থানে রহে হৃদয় মনে ॥
 রাজ রাণী জামতা পাইয়ে মম মত ।
 আনন্দেতে দিবানিশি মগ্ন অবিরত ॥
 জীবনের যামিনী সহ স্বদেশে গমন ।
 এইরূপে কিছুকাল বঞ্চে যুবরাজ ।
 স্বদেশে যাইতে হবে ইথে নাহি বাজ ॥
 এক দিন নৃপদরে কহিল কুমার ।
 অধিক চঞ্চল মন হয়েছে আমার ॥
 যাইব আপন দেশে দেহ অনুমতি ।
 জনক জননী তেতু স্থির নাই মতি ॥
 আবার আসিব হেথা শূন্যদণ্ডধর ।
 রহিতে মা পারি আর হয়েছি কাতর ॥
 জীবনের বাক্যে রাজা সুখে দিল সার ।
 জীবন যামিনী লয়ে স্বদেশেতে যার ॥
 কিছু দিন পরে তবে নৃপতি তময় ।
 ক্রমে উত্তরিল আসি আপন আলয় ।
 রাজা রাণী কেঁদে কেঁদে হয়ে ছিল সারা ।
 হারা পুত্র পেয়ে গৃহে জুড়াইল তারা ॥
 পুত্র পুত্র বধু লয়ে আনন্দে অপার ।
 সকল গৃহেতে হল আনন্দ সঞ্চার ॥

সমাপ্তোত্তরঃ গ্রন্থঃ ।

